তাওহীদের ডাক

৬৯তম সংখ্যা, মে-জুন ২০২৪

www.tawheederdak.com

- বিদ'আতের পরিচয়, উৎপত্তি ও সৃষ্টির কারণ
- সততা মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য
- ভুল থেকে আবিষ্কার
- ফজরের জামা'আতে প্রাপ্তি ও পরিত্যাগের পরিণতি
- সমকালীন মনীষী : মুহাম্মাদ হাসান আল-দোদো
- সাক্ষাৎকার : মুহাম্মাদ মুসলিম

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চি দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত যুবকদের জন্য সংস্কারমূলক ও অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু বই

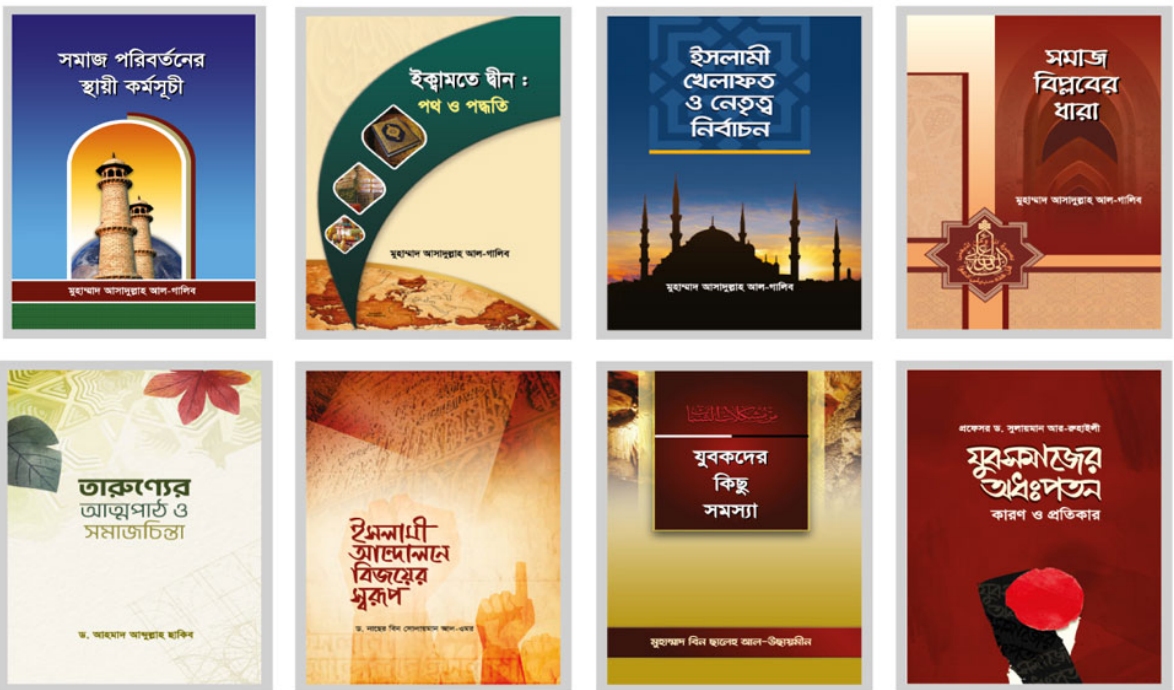

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৬৯ তম সংখ্যা
মে-জুন ২০২৪

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
- সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা ২

কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
- পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ ৩

তাবলীগ
- **বিদ'আতের পরিচয়, উৎপত্তি ও সৃষ্টির কারণ** ৫
  মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- **ইসলামে নারীর অবস্থান** ১০
  কামাল হোসাইন

তারবিয়াত
- **সততা : মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য** ১৩
  ড. ইহসান ইলাহী যহীর

সাময়িক প্রসঙ্গ
- **পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিরতা** ১৮
  সাইফুর রহমান

সাক্ষাৎকার
- মুহাম্মাদ মুসলিম (রাজশাহী) ২০

ধর্ম ও সমাজ
- **ফজরের জামা'আতে অংশগ্রহণ** ২৪
  হাসীবুর রশীদ

শিক্ষাঙ্গন
- **ভুল থেকে আবিষ্কার** ২৮
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক

সমকালীন মনীষী
- **মুহাম্মাদ হাসান আল-দোদো** ৩১

পরশ পাথর
- **মার্কিন লেখক জেফরী শন কিং-এর ইসলাম গ্রহণ** ৩২

অনুবাদ গল্প
- **সততার ফল** ৩৩
  মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

জীবনের বাঁকে বাঁকে
- বাবার শেখানো লাইফলাইন ৩৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৩৭
- **বর্ণের খেলা** ৩৯
- **কুইজ** ৪০
- **সাধারণ জ্ঞান** ৪০

সম্পাদকীয়

সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা

নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলো পূরণ করতে করতে আমরা এমনই আত্মমগ্ন হয়ে যাই যে, সমাজের প্রতি, সমাজের মানুষের প্রতি আমাদের যে কোন দায় আছে, সে অনুভূতিটুকু আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যায়। এই সমাজে আমরা একা নই, কেবল আমাদের পরিবার নয়; এর বাইরে এমন শত-সহস্র মানুষ রয়েছে, যারা আমাদের অজান্তে আমাদের জীবনে অজস্র অবদান রেখে যাচ্ছে। যাদেরকে আমরা চিনি না। যাদের দায় আমরা কখনই শোধ করতে পারি না। কিন্তু এই মানুষগুলোর অসীলাতেই আমরা খারাপ সময় পেরিয়ে সুন্দর দিনগুলো অতিক্রম করছি। কখনও কি ভেবেছি, এই মানুষগুলো প্রতি আমাদের দায়টা মেটানো উচিৎ? একজন সচেতন ও হৃদয়বান মানুষ হিসাবে তাদের প্রতি কোন কর্তব্য-করণীয় থাকা প্রয়োজন? ভেবেছি কি এই সমাজ, এই দেশের প্রতি আমাদের একটা দায়বোধ থাকা আবশ্যক?

পুঁজিবাদী বিশ্বে দিন দিন মানুষ এতটাই পুঁজিসর্বস্ব হয়ে উঠেছে, এতটাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, সমাজ-সামাজিকতা এতকিছু ভাবার সময় তাদের নেই। তাদের একটাই লক্ষ্য সাধ্যমত দুনিয়াবী প্রতিযোগিতা লিপ্ত থাকা। বিবেকের বাধা মাড়িয়ে, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-নৈতিকতাবোধের ঊর্ধ্বে উঠে দুনিয়াবী মাল-সম্পদ ও পদ-পদবীর পথ অনুসন্ধানই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। কুরআনের ভাষায়- যারা সম্পদ জমা করে এবং গণনা করে। তারা ধারণা করে, তাদের সম্পদই তাদের স্থায়িত্ব দেবে, বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেবে *(হুমাযাহ ২-৩)*। অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে, যতক্ষণ কবরের সাক্ষাৎ তোমরা পাবে *(তাকাছুর ১-২)*।

একজন মুসলিমের দ্বীনদারিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হ'ল সমাজের মানুষের প্রতি তার আচরণ ও দায়বদ্ধতা। কুরআন ও হাদীছের পরতে পরতে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ, অপরের প্রতি সহমর্মিতার যে নির্দেশনা ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ এসেছে, তা কোন মুমিনের হৃদয়কে জগতের মিথ্যা মায়া-মরীচিকার পিছনে ছুটে নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার সুযোগ দেয় না। কিন্তু সেসব হেদায়াতের বার্তা আমাদের হৃদয়কন্দরে খুব কমই জায়গা নিতে পারে বলে আমরা দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাযী নই। দৃষ্টির সামনে এমন প্রগাঢ় পর্দার অন্তরাল যে, নিজের হক আদায়ে শতভাগ আপোষহীন থাকলেও অন্যের প্রাপ্য হক আদায়ে ভীষণ অমনোযোগী। আল্লাহ্‌র ভাষায়- 'যখন তারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয় তখন কড়ায় গণ্ডায় পূর্ণমাত্রায় নেয়; আর নিজেরা যখন তাদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয় তখন কম দেয় *(মুতাফফিফীন ২-৩)*।

পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল রূহ হ'ল পার্থিব সবকিছুকেই অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন করা। যার মধ্যে পুঁজিবাদী নেশা প্রবেশ করেছে, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহর জন্য দান করা, মানুষের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে খরচ করা ইত্যাদি তার অভিধানে থাকে না। যতই তাক্বওয়া, ইখলাছের আলোচনা আসুক না কেন, যতই সম্পদধারী হোক না কেন, দিনশেষে অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে সে বের হতে পারে না। সেজন্য দেখা যায়, সমাজে সুবিধাপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তারাই যেন সবচেয়ে দরিদ্রদের কাতারে। নিঃস্বার্থ সেবা দেওয়াটা যেন তাদের জন্য যেন অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। কোন কাজের প্রসঙ্গ ওঠা মাত্র সে কাজের শুরু না হতেই সরকারী কর্মকর্তা টাকা চায়, ইঞ্জিনিয়ার টাকা চায়, ডাক্তার টাকা চায়, শিক্ষক টাকা চায়, আলেম টাকা চায়। নিশ্চিত করতে চায় নিজের দুনিয়াবী প্রাপ্তি। কোন অবস্থাতেই যেন নিজের রিযিকের একবিন্দু হাতছাড়া না হয়। এর পিছনে যে সামাজিক কোন দায়বদ্ধতা থাকতে পারে, মানুষের কল্যাণ বা সুবিধা-অসুবিধার বিষয় আসতে পারে, সেদিকে দৃকপাতের ফুরসৎ তাদের নেই। এদেরকে যত দেয়া যায় চক্ষুলজ্জাহীনভাবে তত চায়। পৃথিবীর সবকিছুকে তারা একমাত্র অর্থ দিয়েই মূল্যায়ন করে। ফলে কখনই যেন তাদেরকে তুষ্ট করা সম্ভব নয়। বরং কখনও প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি কম হ'লে তাদের অস্থিরতা দেখে কে! নিজেকে বড় মযলূম মনে করে তারা যে কী অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় পোড়ে, তার বাস্তবতা বোঝানো শক্ত।

প্রিয় পাঠক, জেনে রাখা ভাল যে, পৃথিবীতে সব কাজের মূল্য টাকা দিয়ে হয় না। টাকাই এ জগতে মূল্যায়নের একমাত্র মানদণ্ড নয়। বরং এর বাইরে অপার্থিব এক মূল্য রয়েছে, যা দিতে পারেন কেবল আল্লাহ। আর তিনি যা দেবেন, তার সমতুল্য কিছু নেই। হ'তেও পারে না। যে কাজের বিনিময় দুনিয়াবী নয়, তার চেয়ে মূল্যবান কিছু আর নেই। যে মানুষ এই মূল্যের প্রত্যাশী হয়, তার কাছে দুনিয়াবী মূল্যের আলাপ তুচ্ছ হয়ে যায়। মানুষের জন্য এতটুকু ছাড় দেয়া, একটু উপকার করা, ক্ষমা করে দেয়া, ধৈর্য ধরা, নিজেকে পরের জন্য বিলিয়ে দেয়া, নিজের চাওয়া-পাওয়া আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করা, নিজের মানবিক গুণগুলোর বিকাশ হ'তে দেয়া-এগুলো তার জন্য সহজসাধ্য হয়ে যায়। এভাবে মানবতার বিজয়ের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির বিজয় গৌরব ফুটে ওঠে। আল্লাহ বলেন, যে আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার ফসলে সমৃদ্ধি দান করি। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখেরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না *(শূরা ২০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তির একমাত্র ভাবনার বিষয় হবে পরকাল, আল্লাহ তার অন্তরকে চাহিদামুক্ত করে দেবেন এবং তার কাজকে একত্রিত করে সুসংহত করে দেবেন এবং দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়া তার কাছে নগণ্য হয়ে যাবে। আর যার একমাত্র ভাবনা দুনিয়া, আল্লাহ তাদের দু'চোখের সামনে অভাব ছড়িয়ে রাখবেন এবং সব কাজ এলোমেলো করে দেবেন। আর দুনিয়াতে তার জন্য নির্ধারিত জিনিস ছাড়া আর কিছুই সে পাবে না *(তিরমিযী হা/২৪৬৫)*।

মানুষের প্রতি উপকারের অমূল্য প্রতিদান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় এতটুকুই বলা যায়, তিনি বলেন, আল্লাহ এই উম্মতকে সাহায্য করেন এবং রিযিক দেন দুর্বলদের দ্বারাই, তাদের দো'আ, ছালাত এবং ইখলাছের কারণে *(নাসাঈ হা/৩১৭৮)*। অর্থাৎ যেই সাধারণ, দরিদ্র, অসহায় মানুষগুলোর প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করেন, আমাদের রিযিক বৃদ্ধি করে দেন, তাদের জন্য জান-প্রাণ উজাড় করে দায়িত্ব পালন করা, তাদের প্রতি মানবিকতা প্রদর্শনেই রয়েছে আমাদের স্বার্থকতা।

সুতরাং যারা সমাজের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা অনুভব করেন, অপরের হক আদায়ে সচেতন থাকেন, নিজের চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করেন, দুনিয়াবী চাহিদাকে তুচ্ছ করে দেখেন, আখেরাতের গন্তব্যকে নিজের জন্য স্থির করে নেন, তার চেয়ে মূল্যবান ব্যক্তি আর নেই। দুনিয়াতে সফল ব্যক্তির চেয়ে মূল্যবান ব্যক্তির প্রয়োজন বড় বেশী। অতএব আসুন! যে সমাজে আমাদের নিত্য বসবাস, যাদের সাথে আমাদের চলাফেরা তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করি। মানবিক মূল্যবোধকে সদা সর্বদা সমুন্নত রাখি। দুনিয়ার পিছনে ছুটে নিজের আদর্শ, নৈতিকতা, ব্যক্তিত্বকে খাটো না করি, মহান রবের দরবারেই নিজের সবকিছুকে সমর্পণ করি, তবেই দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করবেন। আমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে চিরন্তন সুখের স্থান জান্নাতুল ফেরদাউসের পথে পরিচালিত করবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ

আল-কুরআনুল কারীম :

١- وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا-

(১) ‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ’লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল’। ‘আর তুমি তাদের প্রতি মমতাবশে বিনয়াবনত থাক এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন’ *বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৪)*।

٢- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا-

(২) ‘আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। মনে রেখ, আমার নিকটেই তোমার প্রত্যাবর্তন’। ‘কিন্তু যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ’লে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। অবশ্য পার্থিব জীবনে তুমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে যাবে’ *লোকমান ৩১/১৪-১৫)*।

٣- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا-

(৩) ‘আর আমরা মানুষকে আদেশ দিয়েছি তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে ও কষ্টের সাথে প্রসব করেছে। আর তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস’ *আহক্বাফ ৪৬/১৫)*।

٤- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ-

(৪) ‘আর স্মরণ কর) যখন আমরা বনু ইস্রাঈলের নিকট হ’তে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে কিছু সংখ্যক ব্যতীত। এমতাবস্থায় তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে’ *বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

٥- قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً-

(৫) ‘তুমি বল, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলি পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ’ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে’ *আন‘আম ৬/১৫১)*।

হাদীছের বাণী :

٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ-

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল ছা-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সময় মত ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন, অতঃপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ।[১]

٧- عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ-

(৭) বাহয ইবনু হাকীম (রহঃ) তার পিতার মাধ্যমে তার পিতামহ হ’তে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতামহ বলেছেন,

১. বুখারী হা/৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০; মুসলিম হা/৮৫।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কার সাথে উত্তম আচরণ করব? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি বললাম, অতঃপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? এবার তিনি বললেন, তোমার বাবার সাথে, তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে, তারপর তাদের নিকটতম আত্মীয়দের সাথে ।[২]

٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا-

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছা-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এসেছি। আর আমি আমার পিতা-মাতাকে কাঁদিয়ে এসেছি। তিনি বলেন, তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মুখে হাসি ফুটাও, যেভাবে তুমি তাদেরকে কাঁদিয়ে এসেছ'।[৩]

٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ-

(৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সম্পদও আছে, সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতা'।[৪]

١٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ-

(১০) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রতিপালক আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে পিতার সন্তুষ্টি এবং প্রতিপালক আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টি'।[৫]

١١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقْ امْرَأَتَكَ-

(১১) ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী আমি ভালোবাসি, কিন্তু তাকে আমার পিতা পছন্দ করে না। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন তাকে তালাক প্রদানের জন্য। কিন্তু আমি তা অস্বীকার করি। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আমি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর! তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও'।[৬]

١٢- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِيهَا-

(১২) আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকা। এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন কুরায়েশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়েছিল। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন, তিনি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার সাথে উত্তম আচরণ কর'।[৭]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিল। তার এ কাজের প্রতিদান সম্পর্কে জানতে চাইলে ইবনু ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও দাওনি'।[৮]

২. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচরণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নেই'।[৯]

সারবস্তু :

১. কুরআনুল কারীমে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২. পৃথিবীর বুকে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা শীর্ষস্থানীয়। ৩. পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় নম্র-ভদ্র ও শালীন আচরণ করতে হবে। সর্বোপরি পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তোষজনক ব্যবহারের দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রতী হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন।-আমীন!

---

২. মুসলিম হা/১৫৬; মিশকাত হা/৫৫০৭।

৩. ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১।।

৪. ইবনু মাজাহ হা/২২৯১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১০।

৫. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬।

৬. তিরমিযী হা/১১৮৯ হাদীছ হাসান; আহমাদ হা/৫১৪৪।

৭. বুখারী হা/৩১৮৩; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩।

৮. আবুদাঊদ হা/৫১৩৯; তিরমিযী হা/১৯৯৭; মিশকাত হা/৪৯২৯।

৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪, সনদ ছহীহ।

বিদ'আতের পরিচয়, উৎপত্তি ও সৃষ্টির কারণ

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

উপস্থাপনা : মুসলিম সমাজে অধিকাংশ শারঈ ফিৎনার পশ্চাতে কোন না কোন বিদ'আত থাকে। এই বিদ'আতের কারণে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এমন ফিৎনার সৃষ্টি হয় যাতে বহু মানুষ সন্ধ্যায় মুমিন থাকে, সকালে কাফের হয়ে যায় এবং সকালে মুমিন থাকলে, সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যায়। সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে এক শ্রেণীর নামধারী আলেম দ্বীনকে নিজের স্বার্থে বিক্রয় করে দেয়। ফলে বিদ'আতই দ্বীন ও সমাজের বড় ফিৎনা হয়ে দাঁড়ায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বিদ'আতের পরিচয়, উৎপত্তি ও সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

বিদ'আতের পরিচয়

বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ : البِدْعَةُ শব্দটি মাছদার যা بَـدَعَ ফে'ল হ'তে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ আরম্ভ করা, সৃষ্টি করা, আবিষ্কার করা ইত্যাদি। যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নিজের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, بَدِيْعُ السَّـمَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ 'আসমান ও যমীনের নতুন উদ্ভাবনকারী (যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না)' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। অন্যত্র তিনি রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, قُلْ مَـا كُنْتُ بِدْعًا مِـنَ الرُّسُـلِ 'আপনি বলুন, আমি এমন কোন রাসূল নই, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই' *(আহকাফ ৪৬/৯)*। ইমাম নববী (রহঃ) বিদ'আত শব্দের অর্থ লিখেছেন, البِدْعَـةُ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَـابِقٍ অর্থাৎ এমন সব কাজ করা বিদ'আত, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। অতএব বিদ'আত হ'ল সুন্নাতের বিপরীত। কেননা যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে সুন্নাত বলা হয়, সেহেতু সুন্নাতের পূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে বিদ'আত ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বিদ'আতের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ : বিদ'আতের শাব্দিক বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, বিদ'আত বলা হয় ঐ সকল নতুন সৃষ্টিকে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না। যেমন- বিমান, বাস, ট্রাক, ট্রেন, মাইক, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি। এগুলো আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত হ'লেও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত নয়। কেননা এগুলো ইসলামী শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয় নয়। বরং মানুষের জীবন পরিচালনার সুবিধার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপকরণ তৈরী হয়েছে মাত্র। এসব ক্ষেত্রে নেকীর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। মূলত বিদ'আত হ'ল, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, এমন কোন কাজকে ইবাদত হিসাবে নেকী পাওয়ার আশায় পালন করা। অনুরূপভাবে আযান দেওয়া একটি ইবাদত। কিন্তু এক্ষেত্রে মাইক ব্যবহার করা ইবাদতের কোন অংশ নয়। মাইক আযানের আওয়াজ উঁচু করার একটি মাধ্যম মাত্র। যদি কেউ বেশী নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে মাইকে আযান দেয়, তাহ'লে মাইকে আযান দেওয়া বিদ'আত হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ নেকী পাওয়ার আশায় বিমান, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আরোহণ করে অথবা ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি পরিধান করে, তাহ'লে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। কিন্তু এগুলোতে মানুষের নেকী পাওয়ার কোন আশা থাকে না, বিধায় এগুলো বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিম্নে বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ :

(১) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ فِيْ الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم– 'শরী'আতের মধ্যে বিদ'আত হ'ল, নব আবিষ্কার, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় ছিল না'।[১]

(২) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَكُلُّ مَنْ دَانَ بِشَيْءٍ لَمْ يَشْرَعْهُ اللهُ فَذَاكَ بِدْعَـةٌ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً فِيْهِ– 'যে সকল কাজ দ্বীনের মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে অথচ আল্লাহ তা বৈধ করেননি, সেটাই বিদ'আত, যদিও তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়'।[২]

তিনি অন্যত্র বলেন, اَلْبِدْعَةُ مَا خَالَفَتِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَوْ إِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنَ الْاِعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ– 'বিদ'আত হ'ল, ইবাদত এবং বিশ্বাসের মধ্যে যা কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ অথবা সালাফে ছালেহীনের বিগত উম্মতের ইজমার বিপরীত'।[৩]

(৩) আল্লামা জুরজানী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ هِيَ الْفِعْلَةُ الْمُخَالَفَةُ لِلسُّنَّةِ، سُمِّيَتْ بِالْبِدْعَةِ لِأَنَّ قَائِلَهَا اِبْتَدَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَقَالِ إِمَامٍ، وَهِيَ الْأَمْرُ الْمُحْدَثُ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا اِقْتِضَاهُ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيْ– 'বিদ'আত হ'ল সুন্নাতের বিপরীত কাজ। একে বিদ'আত নামকরণ করা হয়েছে কারণ এর ভাষ্যকার ইমামের (রাসূল) কোন কথা ব্যতিরেকে এটি নতুন সৃষ্টি করে। কেননা বক্তা ইমামের

১. ইমাম নববী (রহঃ), তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ৩/২২ পৃ.।
২. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল-ইস্তিক্বামাহ ১/৪২ পৃ.।
৩. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু ফাতাওয়া ৮/৩৪৬ পৃ.।

(রাসূল) কথার বিপরীত কথা সৃষ্টি করেছে। আর এটা নব আবিষ্কৃত কাজ, যার উপর ছাহাবী ও তাবেঈগণ ছিলেন না এবং যা শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়'।[৪]

(৪) ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلَةٍ تُصَادِمُ الشَّرِيْعَةَ بِالْمُخَالَفَةِ، أَوْ تُوْجِبُ الْتَعَاطِيْ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ– 'বিদ'আত এমন কাজকে বলা হয়, যা শরী'আতের মধ্যে বিরোধিতা আরোপ করে অথবা শরী'আতের মধ্যে কম-বেশী করার চর্চা অপরিহার্য করে নেওয়া হয়'।[৫]

(৫) ইমাম শাতেবী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيْقَةٍ فِيْ الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِيْ الشَّرِيْعَةَ، يَقْصُدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِيْ التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ– 'বিদ'আত হ'ল দ্বীন-ইসলামের মধ্যে এমন রীতি নীতি সৃষ্টি করা বা এমন কর্মনীতি বা কর্মপন্থা চালু করা, যা শরী'আতের বিপরীত হয় এবং যা করে আল্লাহ্র ইবাদতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাই লক্ষ্য হয়'।[৬]

তিনি অন্যত্র বলেন, اَلْبِدْعَةُ الْمَذْمُوْمَةُ هِيَ الَّتِيْ خَالَفَتْ مَا وَضَعَ الشَّارِعُ مِنَ الْأَفْعَالِ أَوْ التُّرُوْكِ– 'ঘৃণিত বিদ'আত হ'ল, আল্লাহ যে সকল কাজ করা ও বর্জন করার বিধান দান করেছেন, তার ব্যতিক্রম করা'।[৭]

বিদ'আতের উৎপত্তি

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ইলম ও ইবাদত বিষয়ক সর্বপ্রকার বিদ'আত খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালের শেষের দিকেই প্রকাশ পায়।[৮] যেমন এ বিষয়ে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ– 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকবে সে বহু ধরনের মতানৈক্য দেখতে পাবে। অতএব সে সময় তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁত দ্বারা মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। আর সাবধান! তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে) নতুন কাজ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ'আত'।[৯]

ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের পরে যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হ'ল, ঠিক তখনই সর্বপ্রথম 'হারূরিয়্যাহ'দের মাধ্যমে বিদ'আত প্রকাশিত হ'ল। অতঃপর ছাহাবায়ে কেরামের শেষ যামানায় 'কদর' অর্থাৎ তাক্বদীর বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসের বিদ'আত প্রকাশ লাভ করে। তার পরপরই 'ইরজা' অর্থাৎ আমল ঈমানের অংশ নয় এই বিশ্বাসের বিদ'আত, 'তাশায়্যু' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আলী (রাঃ) প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য অধিকারী এই বিশ্বাসের উপর গঠিত বিদ'আত এবং 'খাওয়ারেজ' অর্থাৎ কাবীরা গুনাহগার কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বিশ্বাসের বিদ'আত প্রকাশ লাভ করে। অতঃপর তাবেঈনদের শেষ যামানায় ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মৃত্যুর পরে খোরাসানে হিশাম ইবনু আব্দুল মালেক (রহঃ)-এর খেলাফতকালে জাহমিয়াদের উৎপত্তি হয়। আর উল্লিখিত বিদ'আতগুলি দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতে সৃষ্টি হয়। সে সময় ছাহাবায়ে কেরামের অনেকেই জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা এ সকল বিদ'আতকে সাধ্যমত দমন করেছিলেন। অতঃপর ইসলামের সোনালী যুগের পরে এসে 'মু'তাযিলা' (যারা নিজেদের জ্ঞান বা বিবেকের মানদণ্ডে শরী'আতকে মানে) বিদ'আতের সৃষ্টি হয়। তারপর 'তাছাউফ' বা 'ছূফীবাদ' তথা কবরপূজারীদের জন্ম হয়। এভাবে যুগের আবর্তনে বিশ্বব্যাপী রকমারী বিদ'আতের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

বিদ'আত সৃষ্টির কারণ

(১) অজ্ঞতা : আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত অহি-র বিধান তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না থাকাই সমাজে বিদ'আত সৃষ্টির প্রধান কারণ। সঠিক পথ না চেনার কারণে মানুষ যেমন পথ ভুল করে, তেমনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথার্থ জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ শরী'আত বহির্ভূত কাজকে ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জ্ঞানার্জনকে ফরয বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয'।[১০]

আল্লাহ তাঁর সম্বন্ধে ইলমবিহীন কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ– 'বল, আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপাচার ও অসঙ্গত বিরোধিতাকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করাকে, যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا– 'যে বিষয়ে

৪. জুরজানী, আত-তা'রীফাত ১/৬২ পৃ.।
৫. ইমাম সুয়ূতী, আল-আমরু বিল ইত্তেবা ওয়ান নাহী আনিল ইবতিদা, ৮৮ পৃ.।
৬. ইমাম শাতেবী, আল-ই'তিছাম ১/৩৭।
৭. ইমাম শাতেবী, আল-মুয়াফাকাত ২/৩৪২ পৃ.।
৮. ইবনু তাইমিয়াহ মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩৫৪ পৃ.।
৯. আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫, 'সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১২২ পৃ.; আলবানী, সনদ ছহীহ।
১০. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩।

তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, إِنَّ اَهْلَ الْبِدْعِ أَصَاغِرُ فِي الْعِلْمِ وَلأَجْلِ ذَلِكَ صَارُوْا أَهْلَ الْبِدْعِ– 'নিশ্চয়ই বিদ'আতীরা ইলমের দিক থেকে একেবারেই নগণ্য। আর এ কারণেই তারা বিদ'আতী হয়েছে'।[১১]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমল ব্যতীত ইলমের দিকে আহ্বান করে সে পথভ্রষ্ট। আর যে ব্যক্তি ইলম বিহীন আমলের দিকে আহ্বান করে সেও পথভ্রষ্ট। এদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট সে ব্যক্তি, যে বিদ'আতীদের পথে ইলম অন্বেষণ করে। ফলে সে কুরআন ও সুন্নাত বহির্ভূত কর্মের অনুসরণ করে এবং ধারণা করে যে, তা ইলম; অথচ তা অজ্ঞতা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিদ'আতীদের পন্থায় ইবাদত করে সে ইসলামী শরী'আত বহির্ভূত আমল করে এবং ধারণা করে যে, সে ইবাদত করছে; অথচ তা ভ্রষ্টতা'।[১২]

অতএব জ্ঞান এমন এক আলোকবর্তিকা, যার মাধ্যমে মানুষ জান্নাতের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অন্যকেও রক্ষা করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে অজ্ঞতা এমন এক অন্ধকার, যার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে সে নিজে জান্নাতের পথের দিশা হারিয়ে ফেলে এবং অপরকেও সে পথের সন্ধান দিতে পারে না। আর এরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিরাই নিজে বিদ'আতী হয় এবং ছহীহ, যঈফ ও জাল হাদীছের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে অক্ষম হওয়ায় ভুল ফৎওয়া দেয়। সাথে সাথে মানব রচিত কিছ্ছা-কাহিনী ও স্বপ্নবৃত্তান্তের মাধ্যমে মানুষকে ভ্রষ্টতার শেষ সীমানায় নিক্ষেপ করে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করে এবং পরকালে জাহান্নামের খড়ি হয়।

(২) প্রবৃত্তিপূজা : প্রবৃত্তিপূজা তথা নিজের মন যে কাজকে ভালো মনে করে তার অনুসরণ করা বিদ'আত সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ। শয়তান মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য সদা বদ্ধপরিকর। সে ইসলাম বহির্ভূত কাজকে মানুষের সামনে খুব সুন্দর ও সুশোভিতরূপে উপস্থাপন করে। ফলে মানুষের মন তা সানন্দে গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে তা এক সময় ইসলামের বিধান হিসাবে মানব সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত মানুষ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই অগ্রাহ্য করে বসে। ফলে সে পথভ্রষ্ট জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ– 'অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহ'লে জানবে যে, তারা তো কেবল তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না' *(কাছাছ ২৮/৫০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى– 'তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে' *(নাজম ৫৩/২৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ– 'তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ? যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*।

অতএব প্রবৃত্তিপূজা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যা মানুষকে সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে বক্রপথ অবলম্বনে বাধ্য করে। ফলে তার সামনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পর্বতসম দলীল পেশ করলেও সে তা অগ্রাহ্য করে নিজের মতের উপরই অটল থাকে। এমতাবস্থায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ শুনতে তার কর্ণ বধির এবং সরল ও সঠিক পথ দেখতে তার চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। এমনকি সে তার নিজের মতকে বলবৎ করার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়। কখনো বা কুরআনের একটিমাত্র আয়াত অথবা হাদীছের কোন অংশকে নিজের মতের উপর দলীল হিসাবে পেশ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। অথচ পূর্ণ হাদীছ ও আয়াতের ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন মনে করে না। আর এর ফলেই সমাজে সৃষ্টি হয় নানা বিদ'আত।

(৩) তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ : আল্লাহ মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন এবং তার সার্বিক জীবন পরিচালনার যাবতীয় বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। সাথে সাথে নির্দেশ দিয়েছেন, اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ– 'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর, আর তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধুরূপে অনুসরণ কর না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৭/৩)*। অথচ মানুষ যখন আল্লাহ্র এই নির্দেশকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের

১১. আবু ইসহাক আশ- শাতিবী, আল-ই'তিছাম ২/২০৪ পৃ.।
১২. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৭ পৃ.।

তাক্বলীদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছে, ঠিক তখনই অনেক ক্ষেত্রে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করে বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে।

মা'ছূমী (রহঃ) বলেন, 'প্রচলিত নব আবিষ্কৃত মাযহাব সমূহের অন্ধ অনুসারীদের আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, নিশ্চয়ই তাদের কেউ (মুকাল্লিদ) তারই অনুসরণ করে, যা কেবল তার মাযহাবের দিকে সম্পর্কিত, যদিও তা দলীল থেকে অনেক দূরে হয় এবং বিশ্বাস করে যে তিনি (অনুসরণীয় ইমাম) আল্লাহ প্রেরিত নবী। আর অন্যজন হক্ব এবং সঠিকতা থেকে অনেক দূরে। আর আমরা লক্ষ্য করেছি এবং পরীক্ষা করে দেখেছি যে, নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত মুক্বাল্লিদরা বিশ্বাস করে যে, তাদের ইমামের এরূপ ভুল হওয়া অসম্ভব। বরং তিনি যা বলেছেন তাই সঠিক। কিন্তু তারা তাদের অন্তরে গোপন রেখেছে যে, তারা কখনই তাদের (অনুসরণীয় ইমাম) তাক্বলীদ ছাড়বে না, যদিও দলীল তার বিপরীত হয়'।[১৩]

কামাল বিন হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন, 'ছহীহ মতে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। কেননা তার (মাযহাবের) অন্ধ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়নি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা ওয়াজিব করেননি তা কখনই ওয়াজিব হবে না। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) মানুষের মধ্যে কারো উপর ইমামগণের কোন একজনের মাযহাবকে এমনভাবে গ্রহণ করা ওয়াজিব করেনেনি যে, দ্বীনের ব্যাপারে তার (ইমাম) আনীত সকল কিছুই গ্রহণ করবে এবং অন্যের সকল কিছু পরিত্যাগ করবে। নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ অপরিহার্য হওয়ার কথা বলা ছাড়াই মর্যাদাপূর্ণ শতাব্দী সমূহ অতিবাহিত হয়েছে।[১৪]

সাবেক সউদী গ্র্যাণ্ড মুফতী, বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব' মর্মে প্রচলিত কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল; বরং চার মাযহাবসহ অন্যদের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব নয়। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ-এর ইত্তেবা করার মধ্যেই হক্ব নিহিত আছে, কোন ব্যক্তির তাক্বলীদের মধ্যে নয়'।[১৫]

(৪) শারঈ বিষয়ে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি : মানব জাতির উপর অবশ্য কর্তব্য হ'ল, অহি-র বিধান যেভাবে নাযিল হয়েছে তাকে সেভাবেই অক্ষুণ্ন রাখা। আল্লাহ যাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তাকে সে মর্যাদায় ভূষিত করা। কিন্তু মানুষ শারঈ বিষয়ে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করতে করতে অনেক সুন্নাত বা নফলকে ফরযে পরিণত করেছে। ইসলামী শরী'আতে কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এমন বিষয়কে ফযীলতের উচ্চ শিখরে সমুন্নীত করে নিকৃষ্ট বিদ'আতের জন্ম দিয়েছে। খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে করতে আল্লাহ্র পুত্র বানিয়েছে। ছূফীরা মাটির তৈরী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী বানিয়ে আল্লাহ্র আসনে বসিয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ঘোষণা দিলেও বাংলার অধিকাংশ মানুষ তা উপেক্ষা করে রাসূল (ছাঃ)-কে জীবিত ঘোষণা দিয়ে তাঁর জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে অসংখ্য বিদ'আত করে চলেছে।

(৫) যঈফ ও জাল হাদীছের অনুসরণ : বিদ'আতীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যঈফ ও জাল হাদীছের ভিত্তিতে বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। তাদেরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদি বলা হয় যে, তোমরা যে হাদীছের ভিত্তিতে আমলটি করছ সেটি যঈফ অথবা জাল, তাহ'লে সাথে সাথে তারা বলে উঠে, হাদীছ কি কখনো যঈফ অথবা জাল হয়? অথচ একথাই সঠিক যে, রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ কখনো যঈফ ও জাল হয় না। বরং যেসব কথা ও কর্ম রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়; অথচ তা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয় তাই মূলত যঈফ ও জাল হাদীছ। আর এরূপ অসংখ্য যঈফ ও জাল হাদীছ সমাজে প্রচলিত আছে এবং এর অধিকাংশই হাদীছের কিতাবগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং বিদ'আতকে ছাড়তে তাদের কষ্ট হচ্ছে। একশ্রেণীর আলেম সমাজ উক্ত হাদীছগুলির যঈফ ও জাল হওয়ার কারণ জানলেও মাযহাবী গোঁড়ামী ও তাদের ইলমের অহংকারের কারণে সেগুলোকে সমাজে জিইয়ে রেখেছে।

(৬) বিধর্মীদের অনুকরণ : মুসলমানরা বিধর্মীদের অনুকরণে মুসলিম সমাজে অনেক বিদ'আত চালু করেছে। যেমন- কবরপূজা, পীরপূজা, ঈদে মীলাদুন্নবী, কবরে ও শহীদ মীনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য বিদ'আত বিধর্মীদের অনুকরণেই সৃষ্টি হয়েছে। আর মুসলমানরা যে বিধর্মীদের অনুকরণ করবে এমন ভবিষ্যদ্বাবাণীও রাসূল (ছাঃ) করে গেছেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের উপর তেমন অবস্থা আসবে, যেমন এসেছিল বনু ইস্রাঈলের উপর এক জোড়া জুতার পরস্পরে সমান হওয়ার ন্যায়। এমনকি তাদের মধ্যে যদি কেউ এমনও থাকে, যে তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যেনা করেছে, আমার উম্মতের মধ্যেও তেমন লোক পাওয়া যাবে যে এমন কাজ করবে। আর বনু ইস্রাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। তারা বললেন, সেটি কোন দল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপর টিকে থাকবে'।[১৬] আর বিধর্মীদের অনুকরণের পরিণতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে কওমের অনুকরণ করবে ক্বিয়ামতের দিন সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১৭]

১৩. আল-মা'ছূমী, হাদিয়্যাতুস সুলতান ৭৬ পৃ.।
১৪. আল-মা'ছূমী, হাদিয়্যাতুস সুলতান ৫৬ পৃ.।
১৫. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ ফাতাওয়া, ৩/৭২ পৃ.।
১৬. তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১; আলবানী, সনদ হাসান; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৪৩।
১৭. আবুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯।

অতএব বিধর্মীদের অনুকরণে বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হ'লে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে। আর এথেকে রক্ষা পেতে হ'লে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পথ তথা একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে হবে।

(৭) নিজের জ্ঞানকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর প্রাধান্য দেওয়া : আল্লাহ মানব জাতিকে অন্যান্য মাখলূকাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হিসাবে মানুষকে দান করেছেন বিবেক বা বুদ্ধি। মানুষ সেই বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করবে। কিন্তু মানুষ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে উপেক্ষা করে নিজের বিবেকের মানদণ্ডে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে ভালো কাজের দোহাই দিয়ে বিদ'আতে হাসানার নামে অসংখ্য বিদ'আতের জন্ম দিয়েছে। অথচ ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানার কোন অস্তিত্ব নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ– 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব, আর সর্বোত্তম হিদায়াত হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট কাজ হ'ল (শরী'আতের মধ্যে) নব আবিষ্কার। আর প্রত্যেক নব আবিষ্কারই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম'।[১৮]

(৮) পীর-দরবেশের মিথ্যা কাশ্ফ ও স্বপ্নের প্রবঞ্চনা : ছূফী মতবাদে বিশ্বাসী একশ্রেণীর পীর, দরবেশ ও ফকীরেরা তাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কাশফের মিথ্যা দাবী করে। এমনকি তাদের মধ্যে অনেকে আবার সরাসরি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের কথাও বলে থাকে। তাদের কাছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তুলে ধরলে তারা বলে, তোমাদের এই জ্ঞানের সনদ তো এক মৃত ব্যক্তি থেকে অপর মৃত ব্যক্তি। আর আমাদের জ্ঞানের সনদ স্বয়ং আল্লাহ। সরাসরি আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তোমাদের ইলম কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান, আর আমাদের ইলম কলবের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের মাদ্রাসায় লেখা-পড়ার প্রয়োজন হয় না। এভাবে তারা শারঈ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের সামনে এধরনের নানা বুলি আওড়িয়ে মানবতার মুক্তির সনদ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে উপেক্ষা করে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত কাল্পনিক ভাবাবেগকে কারামতের দোহাই দিয়ে অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতের জন্ম দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

(৯) ওলামায়ে কেরামের নীরবতা ও স্বার্থান্বেষণ : আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর ওরাই হবে সফলকাম' *(আলে-ইমরান ৩/১০৪)*। মহান আল্লাহ এই দায়িত্ব পালনের জন্য নবীগণকে নিয়োজিত করেছিলেন। বর্তমানে এই দায়িত্ব ওলামায়ে কেরামের উপর অর্পিত হয়েছে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ 'নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেছ'।[১৯] কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, বর্তমানে অধিকাংশ আলেম নবীদের ওয়ারিছ হওয়ার পরিবর্তে তাঁদের দুশমনে পরিণত হয়েছে। সমাজে তাদের নেতৃত্ব, পকেট ভর্তি টাকা ও পেট ভর্তি ভালো খাদ্য হাছিলের উদ্দেশ্যে এবং ইমামতির চাকুরী হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করে অসংখ্য বিদ'আতকে লালন করছে। আজকেই যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মীলাদ করলে কোন টাকা দেওয়া হবে না, শবেবরাত উপলক্ষে কোন হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি বিতরণ হবে না, তাহলে তারাই এগুলিকে বিদ'আত বলে ঘোষণা দিবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর এরূপ আলেমদের পরিণাম ভয়াবহ। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ– আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার জানা ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েও তা গোপন করে রাখে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে'।[২০]

পক্ষান্তরে হক্বপন্থী ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশই দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আবার কেউ কেউ বিলাসবহুল অলস জীবন-যাপন করছেন; যারা হক্বের প্রসারে সামান্য কষ্ট স্বীকার করতেও সম্মত নন। এহেন পরিস্থিতিতে হক্ব প্রচারের জন্য তাদের হাতে কোন সময় নেই। এর মধ্যেও যারা হক্ব প্রচারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন, তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। ফলে তাদের পক্ষেও সর্বস্তরের মানুষের নিকট হক্ব পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। যার কারণে সমাজ থেকে বিদ'আত দূরীভূত হচ্ছে না; বরং আরো বাড়ছে।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

১৮. নাসাঈ হা/১৫৭৮; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/১৩৫৩।

১৯. আবূদাউদ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মিশকাত হা/২১২; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭।

২০. আবূদাউদ হা/৩৬৫৮; তিরমিযী হা/২৬৪৯; ইবনু মাজাহ হা/২৬৪; মিশকাত হা/২২৩; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/৬২৮৪।

ইসলামে নারীর অবস্থান

-কামাল হোসাইন

ভূমিকা : আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা আমরা শুনে থাকি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যে অনন্য অবদান রেখেছে তা বলাই বাহুল্য। জাহেলী যুগে নারী জীবন্ত হত্যার ফিরিস্তি ছিল অত্যন্ত ভয়ানক। ইসলাম শুধু নারী নয়, প্রত্যেক বনু আদমের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু শয়তান নারী অধিকারের নামে তার লালায়িত স্বপ্ন পুনরুদ্ধার করতে চায়। ফলে শয়তানের শিখণ্ডীরা আবার নতুন করে প্রোপাগ্রাণ্ডা শুরু করে দিয়েছে। পুরুষ ও নারী আদর্শ সমাজে বিনির্মাণে যেখানে একে অপরের সহযোগী, সেখানে শয়তান নারী অধিকারের নামে পরস্পরকে প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড় করিছে। এতে করে মানুষের সুখের সংসার ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। অথচ ইসলামে নারীর সুসংহত অবস্থান রয়েছে। আলোচন্য প্রবন্ধে তা আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নারী সমাচার : বিভিন্ন ধর্মে নারীর যে বর্ণনা রয়েছে তাতে তাদেরকে নিয়ে খুবই ন্যাক্কারজনক বিষয় উল্লেখ রয়েছে। সেখানে মা-বোনদের কৃত অধিকার ও সম্মান খর্ব করা হয়েছে। কখনও বা তাদেরকে বিশ্বে সকল অন্যায় অপকর্মের মূল উৎস হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। আবার বর্তমান সমাজেও একজন নারী তুচ্ছ ও অপমানিত হয়ে থাকেন। এ ছাড়াও সমাজে বিভিন্নভাবে, অসম্মান, অপমান, নোংরা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবহেলিত অবস্থায় বসবাস করতে হয়। নারীকে বিবস্ত্র করার জন্য সর্বদা সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীলরা আধুনিকতার মায়াজালে ফেলে সম-অধিকারের নামে স্বাধীনচেতা মনোভাব ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কন্যা শিশু প্রতিপালন সেযুগ-এযুগ : বর্তমানে প্রায় প্রতিদিন মিডিয়ার মাধ্যমে কোন না কোন জায়গায় নবজাতককে বস্তায় বন্দী, ড্রেন-ঝোঁপঝাড় বা ডাস্টবিনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে জাহেলী আরবে কন্যাদের জীবিত কবর দেওয়া হ'ত। ফলে ইসলাম বনাম জাহেলী আরবের কন্যা প্রতিপালনের দিকে খেয়াল করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে আজকের আধুনিক সমাজ জাহেলী আরবের চেয়ে কতটা নিম্নে। অথচ ইসলাম তাদেরকে সুমহান মর্যাদা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ- 'আর যখন জীবিত কবর দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে' *(তাকবীর ৮১/৮-৯)*।

একটু চিন্তা করলেই অনুমেয় যে, আল্লাহ তা'আলা নারী শিশু সন্তানকে হত্যাকারীর ভয়াবহ কি শাস্তি রেখেছেন।

অথচ অনেক দেশে মানব ভ্রূণ হত্যা সরকারী মদদেই হচ্ছে। যেমন চীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালে যে তথ্য অবমুক্ত করেছে, তাতে দেখা যায়, ১৯৭১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত চীনে ৩৩ কোটি ৬০ লাখ গর্ভপাত হয়েছে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার চেয়েও বেশী।[২১] বর্তমানে তার হিসাব আরো অনেক বেশী হবে। পার্শ্ববর্তী ভারতেও থেমে নেই নারী ও শিশু হত্যা। বিভিন্ন অযুহাতে, সম্পদের ক্ষতি ইত্যাদির কথা ভেবে নারী নিশ্চিত হ'লেই ভ্রূণ ও শিশু হত্যা নিত্যদিনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল বা ইউএনএফপিএর প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ৫০ বছরে ভারতে প্রায় ৪ কোটি ৬০ লাখ মেয়ে 'নিখোঁজ' হয়ে গেছে। প্রতি বছর দেশটিতে গর্ভপাত ঘটিয়ে ৪৬ লাখ কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলা হয়।[২২]

তাছাড়া বাংলাদেশেও খুব কৌশলে শিশু হত্যা ক্রমশ বাড়ছে। পরিবার পরিকল্পনার কথা বলে শত শত পিতা-মাতা নিয়ন্ত্রণে রাখছে সন্তান জন্ম। তাদের দেওয়া প্রবাদ-দু'টি সন্তানের বেশি নয়, একটি হ'লে ভাল হয়।

কন্যা শিশু প্রতিপালনে ইসলাম : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ- 'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়ে'। 'প্রাপ্ত সংবাদের দুঃখে সে সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে আত্মগোপন করে। সে ভাবতে থাকে, গ্লানি সত্ত্বেও সে কন্যাটিকে রেখে দিবে, না তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবে? সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট!' *(নাহল ১৬/৫৮-৫৯)*।

অন্য হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ- 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট অপসন্দ করেছেন'।[২৩]

২১. দৈনিক প্রথম আলো, ৮ই নভেম্বর ২০১৫।
২২. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২০।
২৩. মিশকাত হা/৪৯১৫।

কন্যা সন্তান প্রতিপালনের ফযীলত : কথিত আধুনিকতার জরাজীর্ণ এ সমাজ যেখানে নারীদের ভ্রূণ হত্যা নিয়ে ব্যস্ত সেখানে ইসলাম তাদের তাদের জীবন ও জীবিকা রক্ষার জন্য প্রস্তুত। আর তা নবী করীম (ছাঃ) সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে এ জাতীয় হায়েনাদের কবল থেকে নারীদের রক্ষা ও সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচবার জন্য জোরালো নির্দেশনা জারি করেছেন। সাথে সাথে তাদের সবচেয়ে আদর স্নেহ, মায়া-মহব্বত ও সুশিক্ষিতা করে সুন্দরভাবে মানুষ করতে হবে, আর এ ব্যাপারেও জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

জান্নাতে রাসূলের সাথে অবস্থান : ইসলামে কন্যা সন্তানদের লালন-পালনে বিষয়ে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি যথাযথভাবে তা আদায় করতে পারবে, সে জান্নাতে রাসূলের সাথে অবস্থান করার তাওফীক অর্জন করবে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا– 'আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, সে ব্যক্তি ও আমি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে একত্রিত হব, যেমন এ দু'টি আঙুল। এ বলে তিনি নিজের দু'টি আঙুল একত্রে মিলালেন'।[২৪]

জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক : হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ– আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ভিখারিনী দু'টি শিশু কন্যা সঙ্গে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইলো। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিল। এরপর ভিখারিনী বেরিয়ে চলে গেলে নবী (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন, যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয়, সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হ'তে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে'।[২৫]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিলে, তারা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে'।[২৬]

ভাবুন! একজন মেয়েকে সঠিকভাবে লালন-পালন করলে পিতা-মাতার জন্য জাহান্নাম প্রতিবন্ধক হবে, জান্নাত হবে তার ঠিকানা। অতএব মেয়েকে সঠিকভাবে দেখভাল করতে হবে। সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে।

ইসলামে নিঃস্ব নারীদের অবস্থান : ইসলাম সর্বাবস্থায় যে কোন মুহূর্তে সকল নারীদের অধিকার একই রকম। হোক সে পিতৃহীন, বিধবা কিংবা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী বা উন্নত শ্রেণীর, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে ইসলামে নারী অধিকার প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا– 'আর যদি তোমরা আশংকা কর যে পিতৃহীনগণের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা, (মানে আর দশ জন নারীর মত সম্মান, সুবিধা ইত্যাদি যদি না পারে) তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও' *(নিসা ৪/৩)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন পিতৃহীন মেয়ের লালন-পালনের দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর ন্যাস্ত থাকে এবং তোমরা তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা কর। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে কোনভাবেই হেয় প্রতিপন্ন কিংবা কোন সুবিধা থেকে যেন বঞ্চিত না হয়, যে অধিকার অন্যরা পেত। কিন্তু যেহেতু তার অন্য কেউ নেই, কাজেই তোমরা এরূপ করনা (সুযোগে পেয়ে) যে তাকে মোহর কম দিয়ে স্ত্রী রূপে ব্যবহার করবে। এমনটি করা যাবে না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একটি পিতৃহীনা বালিকা ছিল তার মাল ধনও ছিল এবং বাগানও ছিল। যে ব্যক্তি তাকে লালন পালন করেছিল সে কেবল মাত্র ধন সম্পদের লালসায় পূর্ণ মোহর নির্ধারণ না করেই তাকে বিয়ে করে নেই তখনই অত্র আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ হয়। ছহীহ বুখারীতে এসেছে,

ইবনু শিহাব (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেন, হে ভাগ্নে! এটা পিতৃহীন বালিকার বর্ণনা যে তার অভিভাবকের অধিকার রয়েছে এবং তার মালে অংশ রয়েছে। আর সে বালিকার মাল ও সৌন্দর্য তার চোখে লেগেছে। সুতরাং সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অন্য যায়গায় বালিকাটি যতটা মোহর ইত্যাদি পেতো ততোটা সে পায়না। সুতরাং সে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে যে সে যেন বাসনা পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকে পসন্দমত বিয়ে করে নেয়। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, উক্ত কথা

২৪. মুসলিম হা/৬৫৮৯; মিশকাত হা/৪৯৫০।
২৫. বুখারী হা/১৪১৮; মুসলিম হা/২৬২৯,৩০; তিরমিযী হা/১৯১৫।
২৬. তিরমিযী হা/১৯১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৯।

www.tawheederdak.com

ঠিক, তবে ন্যায় এর সাথে ও পূর্ণ মোহর নির্ধারণ করতে পারলে তাদের বিয়ে করতে দোষ নেই'।[২৭]

ইসলামে নারী শিক্ষা : কথিত নারী অধিকার সংগঠনের কিছু লোকেরা নারী শিক্ষাকে ইসলাম প্রাধান্য দেয়না বলে জনগনের সামনে তারা বিভিন্নভাবে প্রচার করার চেষ্টা করে। তারা বোঝানোর চেষ্টা করে যে ইসলামী ভাবাদর্শের কেউ সামনের দিকে যেতে পারবে না। আসলেই কি তাই? ইসলাম নারী সহ সকলকে শিক্ষার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে। তাহ'লে তাদের এ কথার মানে কি? চোখ বন্ধ করে ঢিল ছোড়ার মত যে ঢিল উপরে ছোড়ে কিছু পরে ঐ ঢিল তার মাথায় এসে পড়ে।

নারী শিক্ষার ব্যাপারে হাদীছ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنْ النَّارِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ– আবু সা'ঈদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, মহিলাগণ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন, আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। অতঃপর তিনি একদা তাদের ওয়ায-নছীহত করলেন এবং বললেন, যে স্ত্রী লোকের তিনটি সন্তান মারা যায়, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করলেন, দু'টি সন্তান মারা গেলে? তিনি বললেন, দু'টি সন্তান মারা গেলেও'।[২৮] এ হাদীছ দ্বারা বেশ কিছু শিক্ষাণীয় বিষয় রয়েছে, নারীরা চাইলেই শিক্ষা অর্জন করতে পারে তাও পছন্দের ও সঠিক শিক্ষা দেয় এমন শিক্ষকের কাছে শিখতে পারে।

ইসলামে চিকিৎসা সেবায় নারীর অবস্থান : প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অবস্থান নিশ্চিত করে, যেমন চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান। প্রাক ইসলামী যুগে বিভিন্নভাবে নারীরা বিভিন্ন যায়গায় চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন ওহোদ যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সুচিকিৎসা ও তাদের পানি পান করান এই নারীরাই। হাদীছের ভাষায়-রুবায়ঈ বিনতু মু'আওয়ায ইবনু আফরা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিতাম। তখন আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় নিয়ে যেতাম'।[২৯] অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারীরাও চিকিৎসাসেবা ও নার্সিং পেশায় ভূমিকা রাখতে পারে। পর্দার সাথে ইসলাম তাদের চিকিৎসকের অধিকার দিয়েছে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ،، وَسَأَلَهُ النَّاسُ، وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُ– আবু হাযম বলেন যে, যখন আমার এবং সাহল ইবনু সা'দ আস-সা'ঈদী (রাঃ)-র মাঝখানে কেউ ছিল না, তখন লোকে তার নিকট আরয করল, (উহুদ যুদ্ধে) কী দিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর যখমের চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক জানে এমন কেউ জীবিত নেই। আলী (রাঃ) তাঁর ঢালে করে পানি আনছিলেন আর ফাতেমা (রাঃ) তাঁর মুখমণ্ডল হ'তে রক্ত ধুয়ে দিলেন। অবশেষে চাটাই পুড়িয়ে (তার ছাই) তাঁর ক্ষতস্থানে দেয়া হ'ল'।[৩০]

স্ত্রী পরিবার-পরিজনের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা : যেমন হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ আল-কুশায়রী (রহঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! স্ত্রীগণ আমাদের ওপর কি অধিকার রাখে? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ– 'তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খাওয়াও; তুমি পরলে তাকেও পরিধান করাও, (প্রয়োজনে মারতে হ'লে) মুখমণ্ডলে আঘাত করো না, তাকে গালি দিও না, (প্রয়োজনে তাকে ঘরে বিছানা পৃথক করতে পার), কিন্তু একাকিনী অবস্থায় রাখবে না'।[৩১]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা]

২৭. তাফসীর ইবনে কাছীর,৪,৫,৬/২৭৮,২৭৯ পৃ.।
২৮. বুখারী হা/১২৪৯,৭৩১০; মুসলিম হা/২৬৩৩; আহমাদ হা/১১২৯৬।
২৯. বুখারী হা/২৮৮২,৪০৬৪ ।

৩০. বুখারী হা/২৪৩, ৪০৭৫।
৩১. আবুদাউদ হা/২১৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫০;মিশকাত হা/৩২৫৯।

At-Tahreek TV
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।
Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv
সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

সততা : মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য

-ড. ইহসান ইলাহী যহীর

উপক্রমণিকা : সততা ও স্বচ্ছতা মুমিনের বড় গুণ। কেননা সততাই জীবনের সৌন্দর্য। তিন অক্ষরের ছোট একটি শব্দ 'সততা'। কিন্তু যিনি এই গুণ অর্জন করতে সক্ষম হন, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার মান-মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। দুনিয়ায় ধন-সম্পদে বরকত হয়। আর পরকালে জান্নাত লাভ হয়। মহান আল্লাহ মানবসমাজকে যে সীমারেখায় চলতে নির্দেশ দিয়েছেন, এগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল সততা। শুধু মুসলমান নয় বরং প্রত্যেক মানুষের জীবনেই সততার বিশেষ প্রয়োজন। সে ইসলামের অনুসারী হোক বা অন্য ধর্মের, অফিসার কিংবা কর্মী, শিক্ষক বা ছাত্র, ধনী হোক বা গরীব, পিতা-মাতা হোক বা সন্তান। মোটকথা মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল সততা। মানব সমাজের নিরাপত্তা, প্রশান্তি, সুখ-শান্তি, বিনির্মাণ, উন্নতির ও ভিত্তি হ'ল সততা। এই গুণ মানুষকে উন্নত, আদর্শ ও নৈতিকতায় ভূষিত করে এবং এর মাধ্যমেই ইসলামী জীবনাদর্শের ভাবধারায় মানবতার সর্বোচ্চ গুণ অর্জিত হয়।

সততার বিশ্লেষণ

'সততা' চরিত্রবান ব্যক্তির একটি বিভূষিত গুণ এই গুনের অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হয় 'সৎ'। সততার অস্তিত্ব চিন্তা বা মননে। শারীরিক বা ব্যবহারিক অভিব্যক্তি, আচরণ ও চরিত্রের মাধ্যমে তা ফুটে উঠে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, When Money is lost nothing is lost, wealth is lost something is lost, but character is lost everything is lost. 'টাকা খোয়া গেলে কিছুই হারায় না। যদি সম্পদ নষ্ট হয় তবে কিছু হারিয়ে যায়। কিন্তু যদি চরিত্র নষ্ট হয়, তবে সবকিছু হারিয়ে যায়'। একজন ব্যক্তির মানসিক বা নৈতিক চরিত্র ভাল হ'লে তিনি সচ্চরিত্রের অধিকারী হন। অন্যদিকে মানসিক বা নৈতিক চরিত্র খারাপ হ'লে সে দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে। তখন তাকে কেউ ভালবাসে না। সেকারণ সমাজে আত্মসম্মান নিয়ে বসবাসের জন্য সততা একটি অপরিহার্য গুণ, যা সবার থাকা উচিত।

সততা বনাম শঠতা : মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের বহু স্থানে সততা ও স্বচ্ছতা অবলম্বনকারী নারী-পুরুষদের ফযীলত, আখেরাতে তাদের মহান পুরস্কার ও উচ্চ মর্যাদার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কেবল সত্য কথা বলার মধ্যে সততা সীমাবদ্ধ নয়। বরং সত্য কথা বলার সাথে কাজ-কর্ম, বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস সবই সততার অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে অত্যন্ত আদর্শবান, ব্যক্তিবান এবং পরিপূর্ণ মানবে পরিণত হ'তে হ'লে নিজের চিন্তা-চেতনায়, ভাবনায়, কাজে-কর্মে সকল ক্ষেত্রে সততার মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে। এর বিপরীতে সার্বিক জীবনে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, প্রতারণা, বাড়াবাড়ি, গাদ্দারী, গীবত-তোহমত, মুনাফেকী, শঠতা, হঠকারিতা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে। সকল শ্রেণীর মানুষকে ভালোবাসতে হবে। তাদের অধিকার পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে। সৎ হতে গেলে যার কোন বিকল্প নেই।

সততার কতিপয় ইলাহী ধারা

এক্ষণে সততা ও নৈতিকতার উচ্চমার্গে আরোহণে কুরআনী কতিপয় ধারা উল্লেখ করার প্রয়াস পাব। যেমন সূরা মুমিনূনে আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ...وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ– 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ'। 'যারা তাদের ছালাতে মনোযোগী'। 'যারা অনর্থক কাজ হ'তে বিরত'।... 'আর যারা তাদের আমানত সমূহ এবং অঙ্গীকার সমূহ রক্ষায় সচেষ্ট'। 'এবং যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযতকারী'। 'তারাই হবে উত্তরাধিকারী'। 'উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফেরদাঊসের। যেখানে তারা থাকবে চিরকাল'।[১] যা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে সততা ও সৎসঙ্গী।

(ক) ওয়াদা পালন করা : নিজের ওয়াদা বা অঙ্গীকার রক্ষা করা সততার অন্যতম একটি অবলম্বন। যেমন আল্লাহ বলেন وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلاً– 'তোমরা ওয়াদা পূর্ণ করো। কেননা ওয়াদার ব্যাপারে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*।

(খ) ক্রোধ সংবরণ করা : রাগের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অতি কষ্টসাধ্য কাজ। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কথা বা কাজে প্রতিশোধ গ্রহণ না ব্যক্তির জন্য হাদীছে জান্নাতের মধ্যস্থানে প্রাসাদ নির্মাণের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ– 'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ

১. *মুমিনূন ২৩/১-৩, ৮-১১।*

www.tawheederdak.com

দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

(গ) ক্রোধ সংবরণের নববী উপায় : ক্রোধ দমনের উপায় প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে- মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে পরস্পরকে গালিগালাজ করে। এমনকি তাদের একজনের চেহারায় ক্রোধের ছাপ ফুটে ওঠে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি এমন একটি দো'আ জানি, যদি এ লোকটি তা উচ্চারণ করত, তবে অবশ্যই তার ক্রোধ দূর হয়ে যেত। তা হ'ল- أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، 'আমি বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই'।[২]

(ঘ) মীমাংসায় সততা : ইসলামী শরী'আতের বিধান মোতাবেক মিথ্যা কথা বলা নিষিদ্ধ। তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে, যাতে কৌশল করার অনুমতি আছে। উদ্দিষ্ট কাজটি জায়েয হ'লে সেক্ষেত্রে কৌশল করার সম্মতি ইসলামে রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَّيَنْمِىْ خَيْرًا- 'যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, সে মিথ্যাবাদী নয়। মূলত সে ভাল কথা বলে এবং ভাল কথাই আদান-প্রদান করে'।[৩] উম্মু কুলছূম (রাঃ) বলেন, يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ : الْحَرْبُ وَالْإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বনের অনুমতি দিয়েছেন। (১) যুদ্ধে কৌশল অবলম্বনের ব্যাপারে (২) মানুষের বিবাদ মিটিয়ে সন্ধি স্থাপনে (৩) স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দৃঢ় করার জন্য পরস্পর কথোপকথনে'।[৪]

(ঙ) পুণ্যময় সত্য জান্নাতের পাথেয় : সত্যবাদিতা পুণ্যময় এবং মিথ্যাবাদিতা পঙ্কিলতাময়। আর পুণ্যময় সত্য জান্নাতের পাথেয় হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا- 'তোমাদের জন্য সত্যবাদিতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেননা সত্য পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ্‌র নিকট তাকে 'ছিদ্দীক্ব' (পরম সত্যবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ্‌র নিকট তাকে 'কায্যাব' মহা মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়'।[৫] ছহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ- 'সত্যবাদিতা পুণ্যময় কাজ। আর পুণ্য জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। অপরপক্ষে মিথ্যা হচ্ছে মহাপাপ। আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়'।[৬]

সততার প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর যেকোনো দেশ ও সমাজ যত বেশী সততা, নৈতিকতা ও নীতিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ দিয়ে সমৃদ্ধ হবে, সে দেশ ও সমাজ তত বেশী আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। পৃথিবীর প্রধান সকল ধর্ম মতে ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের কথা বলা হয়েছে। সকল দেশের প্রচলিত আইনে অন্যায়-গর্হিত কাজ মাত্রাভেদে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত। সেকারণ সার্বিক জীবনে মুমিনকে সত্যবাদিতা অবলম্বন করতে হবে। নিম্নোক্ত হাদীছগুলি থেকে সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়। হাসান ইবনু আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এই কথা স্মরণ রেখেছি যে, دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ- 'যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, তা পরিত্যাগ করে যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই তা গ্রহণ কর। কেননা সত্য হচ্ছে প্রশান্তি আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহ'।[৭]

সততার বৈসাদৃশ্য

সততা ও সত্যের বিপরীত হ'ল মিথ্যা। মিথ্যার পরিণতি ভয়াবহ। মিথ্যা বলা মহাপাপ। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلاَثًا. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ. قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ- 'আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? আমরা বললাম জ্বী, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার

২. *তিরমিযী হা/৩৪৫২; আবুদাঊদ হা/৪৭৮১।*
৩. *বুখারী হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৪৮২৫।*
৪. *মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৫০৩১।*
৫. *বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।*
৬. *মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।*
৭. *তিরমিযী হা/২৫১৮, হাদীছ ছহীহ; ত্বাবারাণী ছগীর হা/২৮৪; মিশকাত হা/২৫১৮।*

অবাধ্য হওয়া’। তিনি একথাগুলি হেলান দেওয়া অবস্থায় বলেছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন, ‘মিথ্যা কথা থেকে সাবধান!’ তিনি এ কথাটি বারংবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম আহ্! তিনি যদি আর উক্ত কথাগুলি না বলতেন’।[৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ– ‘সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে বাগাড়ম্বর এবং লোকদেরকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে। ধ্বংস তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য’।[৯]

মিথ্যা বলার কারণে সমাজে কপটতার প্রসার হয়। কেননা সব ধরনের কপটতার উৎস হ’ল মিথ্যাবাদিতা। বহু অপরাধের সঙ্গে মিথ্যাবাদিতা জড়িত। যেমন খেয়ানত, গুজব ছড়ানো, গীবত-তোহমত, মাপে-ওযনে কম দেওয়া, চুক্তি ভঙ্গ করা ইত্যাদি। একটি মিথ্যা অনেক মিথ্যার জন্ম দেয়। একটি মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করতে আরও অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়। যারা মিথ্যা কথা বলে, তারা অন্যদেরও মিথ্যাবাদী মনে করে। ফলে সমাজে আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়। এমনকি মিথ্যাবাদীরা নিজেদের উপর থেকেও আস্থা হারিয়ে ফেলে। মিথ্যাবাদীরা সত্যকে গ্রহণ করার সৎ মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। মিথ্যাবাদীদের দায়িত্বজ্ঞান লোপ পায়। মিথ্যাবাদীদের সমাজে কোনো সম্মান থাকে না। তাই তারা নির্লজ্জের মতো যেকোনো ধরনের গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি মিথ্যাবাদীরা আল্লাহ্র রহমত ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,– إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সরল পথে পরিচালিত করেন না’ *(যুমার ৩৯/৩)*।

তাই সততা থেকে বিচ্যুত ব্যক্তি সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। তার দ্বারা অনেকের ক্ষতি সাধিত হয়। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সে নানা রকমের অন্যায় কাজে লিপ্ত হ’তে দ্বিধাবোধ করে না। এ ধরনের ব্যক্তি সমাজের বিবেকবান মানুষের কাছে ঘৃণিত। তাকে কেউ কোনো কিছুতে বিশ্বাস করে না। ফলে অসৎ ব্যক্তির সাময়িক মোক্ষলাভ দুর্বল চিত্তের মানুষদের পাপাচারে লিপ্ত হ’তে উদ্বুদ্ধ করে।

অসৎ লোকদের মন্দ পরিণতি

‘সততা, নৈতিকতা ও নীতিজ্ঞান’ এ তিনটির একটি অপরটির পরিপূরক। ন্যায়, নৈতিকতা ও নীতিজ্ঞানকে আকৃষ্ট করে থাকে সততা। তাই সততা, নৈতিকতা ও নীতিজ্ঞানকে বলা হয় ন্যায়ের সমার্থক। সততা, নৈতিকতা ও নীতিজ্ঞানের পরিপন্থী যেকোনো কাজই অন্যায়। একজন সৎ ব্যক্তির পক্ষে কখনো কোন অনৈতিক ও নীতিজ্ঞান বহির্ভূত কাজ করা সম্ভব নয়। যেকোন অসৎ, অনৈতিক ও নীতিজ্ঞান বহির্ভূত কাজ অন্যায় হিসেবে পরিগণিত। কেননা ন্যায়ের বিপরীত হ’ল অন্যায়। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায়ই ছাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করতেন এ বিষয়ে যে, ‘তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছে? কেউ দেখে থাকলে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে উপস্থাপন করতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরকালীন শাস্তি বিষয়ক একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি পাপিষ্ঠদের নানা রকম শাস্তির দৃশ্য দেখেন। তন্মধ্যে একজনের বিবরণ হচ্ছে- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফেরেশতাদ্বয়ের সাথে এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। সে ঘাড় বাঁকা করে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি তার কাছে লোহার ধারালো আংটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার চেহারার এক দিক থেকে তার মাথা, নাক ও চোখকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। পুনরায় তার মুখমণ্ডলের অপরদিক দিয়েও প্রথম দিকের মত মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরছে। চেহারার দ্বিতীয় পার্শ্বের চিরা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই প্রথম পার্শ্ব পূর্ববৎ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় লোকটি একপাশে এসে আবার আগের মত চিরছে’। ...অবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শাস্তিপ্রাপ্ত লোকগুলোর ব্যাখ্যা ফেরেশতাদ্বয় প্রদান করেছেন। তারা বলেন, যে ব্যক্তির নিকট দিয়ে আপনি এসেছেন, তার মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত লোহার ধারালো আংটা দিয়ে চিরে দেওয়া হচ্ছে, সে ব্যক্তি সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েই এমন সব মিথ্যা কথা বলত, যা সাধারণ লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত’।[১০]

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সততা বনাম বক্রতা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اتَّقِ اللهَ فِيْنَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَإِنِ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا– ‘আদম সন্তান যখন ভোরে ওঠে তখন তার অঙ্গসমূহ জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমরা সবাই তোমার সাথে জড়িত। সুতরাং তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হয়ে গেলে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়ব’।[১১] আসলাম (রাঃ) বলেন, একদা ওমর (রাঃ) আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে টানছিলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, مَهْ غَفَرَ اللهُ لَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ– ‘থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনার এরূপ করার কারণ কি? আবুবকর (রাঃ) বললেন, এটিই আমাকে ধ্বংসের স্থান সমূহে অবতীর্ণ করিয়েছে’।[১২] রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ’ল,

---

৮. বুখারী হা/২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৭।
৯. আহমাদ হা/২০০৪৬; আবুদাঊদ হা/৪৯৯০; তিরমিযী হা/২৩১৫; দারেমী হা/২৭৪৪; মিশকাত হা/৪৮৩৪।
১০. বুখারী হা/৭০৪৭।
১১. তিরমিযী হা/২৪০৭, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৮৩৮।
১২. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬২১; বায়হাক্বী শো‘আব হা/৪৬৩৬; মিশকাত হা/৪৮৬৯।

www.tawheederdak.com

হে আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন, أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ– 'তোমার জিহ্বা সংযত রাখ, তোমার বাসস্থান যেন প্রশস্ত হয়, আর তোমার গুনাহের জন্য ক্রন্দন কর'।[১৩] অতএব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সততা অবলম্বন করা যরূরী।

সততা ও সত্যবাদিতার মাহাত্ম্য

বাকসংযমী ও সত্যবাদী ব্যক্তি সকলের আস্থার প্রতীক ও শ্রদ্ধাভাজন হিসাবে বিবেচিত হন। নিখাঁদ সত্যবাদী যেমন তীব্র সংকটেও সত্যবাদিতায় অবিচল থাকেন, তেমনি অপ্রয়োজনে বাক্য ব্যয় করা থেকেও বিরত থাকেন। দুঃখ-শোকে, কষ্ট-ক্লেশে, সংকট-বিপর্যয়ে, অমিত যাতনার সময়গুলোতে সত্যবাদী কেন দৃঢ়তার সাথে সততা অবলম্বন করেন? সাময়িকভাবে সততা থেকে সরে দাঁড়ালে কি হয়? কিন্তু না! তিনি জানেন অবিচল সত্যবাদিতার সঙ্গে আল্লাহ্র সন্তোষ ও জান্নাতের সংযোগ রয়েছে। আবার রয়েছে জনমানুষের অকুণ্ঠ বিশ্বাসের স্বীকৃতি। তাইতো সততা ও সত্যবাদিতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ– 'যে ব্যক্তি আমার নিকট তার চোয়ালদ্বয়ের মধ্যস্থিত বস্তু জিহ্বা ও পদদ্বয়ের মধ্যস্থিত বস্তু লজ্জাস্থানের যামিন হ'তে পারবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হবে'।[১৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، 'আল্লাহ যাকে যবান ও লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন সে জান্নাতে যাবে'।[১৫]

আর মিতভাষী ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইসলামকে সৌন্দর্য দানের রূপকার হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ– 'কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা'।[১৬] সততাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া থেকে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُ أَوْتُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا– 'তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

সততার উত্তম পুরস্কার

সততাই শক্তি ও বল। সততা উৎকৃষ্ট পন্থা। সততা ছাড়া জীবনে কোন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। আমাদের প্রতি আল্লাহ্র অসংখ্য-অগণিত নে'মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল ঈমান। ঈমান ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। মানসিক প্রশান্তি অর্জনে ঈমানের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। মানুষ তার ঈমানের স্তর অনুযায়ী সে প্রশান্তি অনুভব করে। তার ঈমান বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি বাড়বে। তার প্রতিটি কাজে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। ঈমান মুমিনের জীবনে মানসিক প্রশান্তির নিশ্চয়তা দেয়। সেকারণ একজন মুমিনের ব্যক্তি জীবনে ঈমানের প্রভাবটা বেশ উল্লেখযোগ্য। যেখানে সততা তার ঈমান, আমল পরিশুদ্ধ করতে সহায়ক ভূকিা পালন করে।

(১) পবিত্র জীবন প্রাপ্তি : আল্লাহ্র প্রতি ঈমান নির্মল জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। যেই জীবনের পরতে পরতে রয়েছে পবিত্রতা ও প্রশান্তির ছোঁয়া। মুক্তি মেলে দুনিয়ার যাবতীয় অস্থিরতা থেকে। জীবন সাজে বর্ণিল সৌন্দর্যে। দুনিয়া ও আখিরাতে সে পবিত্র জীবন ও উত্তম পুরস্কারে ধন্য হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'পুরুষ হৌক বা নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

(২) সুপথের দিশা : আল্লাহ্র প্রতি মযবূত ঈমান অন্তরকে সঠিক পথের দিশা প্রদান করে। বিপদের সময় অনেক মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। ছোট ছোট বিপদও তার কাছে অনেক বড় মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদার থাকে মহান আল্লাহ্র বিশেষ তত্ত্বাবধানে। প্রকৃত ঈমান খাঁটি ঈমানদারদের মনোবল যোগায়। তাকে সুপথের দিশা দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ– 'কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ' *(তাগাবুন ৬৪/১১)*।

(৩) যাবতীয় কল্যাণের নিশ্চয়তা : প্রকৃত ঈমানই হ'ল বিশ্বাসগত সততা। আর প্রকৃত ঈমান যাবতীয় কল্যাণ ও বরকতের নিশ্চয়তা দেয়। আসমান ও যমীনের বরকতের অঙ্গীকার করা হয়েছে ঈমানদারদের জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও

---

১৩. *তিরমিযী হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৪৮৩৭।*
১৪. *বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।*
১৫. *তিরমিযী, হা/২৪০৯; হাকেম হা/৮০৫৯; ছহীহাহ হা/৫১০।*
১৬. *তিরমিযী হা/২৩১৭; মিশকাত হা/৪৮৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৯১১।*

www.tawheederdak.com

আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

(৪) দুনিয়ায় নিরাপত্তা : আল্লাহ্র প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা ঈমানদারদের নিরাপত্তা দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের নিজ হেফাজতে রাখেন। তাদের আসমান ও যমীনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। তাদের যাবতীয় অস্থিরতা থেকে মুক্ত রাখেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষে শত্রুদের প্রতিহত করেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না' *(হজ্জ ২২/৩৮)*।

(৫) সততায় বরকত : ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় লেনদেনে সততা বজায় রাখলে তাতে বরকত হয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا– 'যদি ক্রেতা-বিক্রেতা সত্য বলে এবং ভাল-মন্দ প্রকাশ করে, তাহ'লে তাদের লেনদেন বরকতময় হবে। আর যদি উভয়ে মিথ্যা বলে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন করে, তাহ'লে এ লেনদেন থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হবে'।[১৭]

(৬) হকের উপর অবিচলতা : হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। হেদায়াতের চাবিকাঠি আল্লাহ্র হাতে। প্রকৃত ঈমানদারকে তিনি হকের উপর অবিচল রাখেন। তাদের হকের ওপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ– 'আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা দৃঢ় রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে এবং যালেমদের পথভ্রষ্ট করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যা চান তাই করেন' *(ইব্রাহীম ১৪/২৭)*।

(৭) অন্তরের অনাবিল প্রশান্তি : প্রকৃত ঈমান মানসিক প্রশান্তির নিশ্চয়তা দেয়। পঙ্কিল জীবনের কদর্যতা ও কলুষতা থেকে রক্ষা করে। দান করে অন্তরের অনাবিল প্রশান্তি। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ– 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথ প্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)*। সুতরাং নিরাপত্তা প্রাপ্ত এবং সুপথ প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই দুনিয়াতে অন্তরের অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করেন।

(৮) জান্নাতের মহা সুসংবাদ : আল্লাহ্র প্রতি ঈমান মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। তাদের আল্লাহ জান্নাতের নে'মতরাজির সুসংবাদ দেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً، أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا– 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে (আমরা তাদের পুরস্কৃত করি)। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তার পুরস্কার বিনষ্ট করি না'। 'তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাত। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তারা মিহি ও মোটা রেশমী সূতার সবুজ পোষাক পরিধান করবে। তারা সেখানে সুসজ্জিত আসনে ঠেস দিয়ে বসবে। কতই না সুন্দর প্রতিদান ও কতই না সুন্দর আশ্রয়স্থল!' *(কাহফ ১৮/৩০-৩১)*।

উপসংহার : সততাই মুমিনের সার্বিক জীবনের অমূল্য মূলধন। সততা বিহীন জীবন তুচ্ছ ও মূল্যহীন। সততা আছে বলেই আল্লাহ রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন। সততা মানব চরিত্রের এক অনন্য গুণ। সততার ছোঁয়ায় মানব চরিত্র হয়ে ওঠে মহিমান্বিত। সত্যের শক্তিতে জাগ্রত ব্যক্তিই সর্বক্ষেত্রে সততা প্রদর্শন করেন। আর এর মধ্য দিয়েই মানুষ অর্জন করে মনুষ্যত্ব। সমাজের স্থিতিশীলতা সততার কারণেই বজায় রয়েছে। বিগত প্রত্যেক নবী-রাসূল সৎ মানুষ ছিলেন। সততা মুমিন জীবনের অমূল্য সম্পদ। আমরা যেন আমাদের সার্বিক জীবনে সততার পথে চলতে পারি, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

*[**লেখক :** কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বিঃদ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

১৭. *বুখারী হা/২০৭৯; মুসলিম হা/১৫৩২; মিশকাত হা/২৮০২।*

পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিরতা

-সাইফুর রহমান

পাহাড়-পর্বত ও সবুজ বনজঙ্গলে ঘেরা অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ১৩১৪৮ বর্গ কিমি যা লেবানন, সাইপ্রাস, ব্রুনাই, কাতার কিংবা লুক্সেমবার্গের আয়তনের চেয়েও বড়।[১] দেশের সমগ্র ভূ-খণ্ডের এক দশমাংশ এই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূরাজনৈতিক দিক দিয়ে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অনাহরিত সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার হিসাবেও সম্ভাবনাময়। কিন্তু একই সাথে তা বহু সমস্যায় আকীর্ণও বটে। পুরো অঞ্চলটি দুর্গম হওয়ায় বাকী বাংলাদেশের সাথে অঞ্চলটির যোগাযোগ ও অঞ্চলটিতে সরকারের অভিগম্যতা ততটা স্বচ্ছন্দ নয়। সেই সাথে যোগ হয়েছে স্বাধীনতার পরপরই এই অঞ্চলে শুরু হওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম। এহেন পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সামনে একই সাথে সম্ভাবনার দুয়ার ও কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে।

বান্দরবান যেলার রুমা এবং থানচি উপযেলার সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী কেএনএফ (কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট) ২রা এপ্রিল সন্ধ্যায় রুমাতে সোনালী ব্যাংক ডাকাতের চেষ্টা এবং ৩রা এপ্রিল দুপুরে থানচি বাজারে সোনালী এবং কৃষি ব্যাংকে ডাকাতি করে। রুমা ব্যাংক থেকে কোন টাকা নিতে না পারলেও থানচির দু'টি ব্যাংক থেকে ১৭ লাখ টাকা লুট করতে সমর্থ হয়। আর রুমা থেকে টাকা নিতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ ও আনসারের ১৪ টি অস্ত্র লুট করে এবং ব্যাংক ম্যানেজার মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীনকে ধরে নিয়ে যায় এবং পরে ফিরিয়ে দেয়। কেএনএফ কর্তৃক হঠাৎ এই সন্ত্রাসী তৎপরতার ঘটনা ও এর পিছনের কারণ নির্ণয় গভীর বিশ্লেষণের দাবী রাখে'।[২]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদের সূত্রপাত : ব্রিটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায় চট্টগ্রামের জনগণ সাম্প্রদায়িক সংঘাত মুক্তভাবে সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বসবাস করছিল। ব্রিটিশ অনুসৃত Divide and Rule পলিসিতে চট্টগ্রামের বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাথে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বিভেদের বীজ রোপণ করে। এ বিভেদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ১৮৫০ সালের ২২তম প্রশাসনিক Act বলে চট্টগ্রামকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকাকে আলাদা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম যেলায় পরিণত করা হয়। পরবর্তীতে এই বিভাজনকে আরো স্থায়ী করতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়। নবগঠিত সার্কেলে বাঙালীরা তখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রাচীন অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও এগুলির নামকরণ করা হয় চাকমা, বোমা ও মং সার্কেল নামে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত তিন সার্কেলের প্রধান করা হয় উপজাতীয় সদস্যদেরকে। অথচ ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রাচীনতা ও সংখ্যার দিক থেকে বাঙালী মুসলমানরাই ছিল সেখানের অধিবাসী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্রিটিশ সরকারের ১৯৭২ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায়, চট্টগ্রামে তখন ৭০% এর বেশি মুসলিম ছিল। বাকীরা ছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। উক্ত আদমশুমারীর হিসাব দেখেই ব্রিটিশ রাজশক্তি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিমশূন্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উক্ত পদক্ষেপ সমূহের অন্যতম হলো : ১. Chittagong Hill tracks Fortier police Regulation of 1881 ২. 1900 Regulation or Manual ৩. Government of India act-1935[৩]

পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালে প্রণীত ভারত শাসন আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Totally Excluded Area বা সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এর ফলে সমতল অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পর্ক ছিন্ন হয়, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণার বীজ ছড়ায়। মূলত বৃটিশরা এ সকল অযৌক্তিক আইনের দ্বারা এ অঞ্চলে ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবীর ভিত্তি মূলত ঔপনিবেশিক শাসন ও আমাদের প্রণীত অযৌক্তিক আইনের ধারা সমূহ'।[৪]

কেএনএফের উৎপত্তি ও বিকাশ : নাথান বোম নামে জনৈক উচ্চাভিলাসী বেকার যুবক কেএনএফকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এর একজন গ্রাজুয়েট। ছাত্র জীবন শেষে তিনি UNDP-এর একটি প্রজেক্টে কাজের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানে কিছু চাকমা যুবক চাকরী পেলেও তিনি ব্যর্থ হন। ফলে তার মনে ক্ষোভ জন্মে। এ সময় তিনি ধর্মীয় পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং মিজোরামে কিছু খ্রিস্টান নেতার সাথে তার যোগাযোগ ঘটে। তাদের মাধ্যমে নাথান বোম ইউরোপ গমন করেন এবং বেশ কয়েক বছর সেখানে অবস্থান করে পাহাড়ে নিজ

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম : Parbattanews, বিচ্ছিন্নতাবাদের বর্তমান প্রবনতা, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রব ১ ডিসেম্বর ২০২২ পৃ. ০১।
২. ("কেএনএফ সন্ত্রাস" : সার্বভৌম নিরাপত্তা সতর্কতা, ড. একে এম মাকসুদুল হক, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা ২০ এপ্রিল ২০২৪ পৃ. ০৬।
৩. সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও আরাকান এম এম নজরুল ইসলাম, (সাগরিকা প্রিন্টার্স চট্টগ্রাম, ২য় সংস্করণ ২০১৭) পৃ. ১৭১-১৭২)।
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্নতাবাদের বর্তমান প্রবণতা পৃ. ২৩-২৪।

এলাকায় ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, 'বোম' জাতিগোষ্ঠীর সবাই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী।

নাথান বোম এলাকায় ফিরে একটি এনজিও গড়ে তোলেন, যার নাম ছিল 'কুকি-চিন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন' (কেএনডিও)। এই এনজিওর মাধ্যমে তিনি 'বোম' জাতীগোষ্ঠীকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। এই এনজিওর আড়ালে তিনি কর্মী সংগ্রহ করে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এরপর ২০১৮ সালে বেশ কয়েকজনকে নিয়ে তিনি মিয়ানমারের চির রাজ্যে গিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন। ২০২২ সালে ফিরে এসে নাথান এবং তার সঙ্গীরা এক ধর্মীয় পণ্ডিতকে তাদের এনজিও অফিসে তুলে নিয়ে বেধড়ক মারধর করেন। এরপর থেকে তিনি এলাকা ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি বান্দরবান ও রাঙামাটি যেলার ৯টি উপযেলা নিয়ে ফেসবুকে একটি আলাদা রাজ্য গঠনের ঘোষণা দেন এবং সশস্ত্র দলের ছবিসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেন। শুরুতে তারা ১৫ থেকে ২০ জন সদস্য নিয়ে সশস্ত্র দল গঠন করে। বর্তমান তাদের সদস্য সংখ্যা সাত শতাধিক বলে জানা যায়। গত বছর তাদের চারটি হামলায় সেনাবাহিনীর পাঁচ জন সদস্য নিহত হয়। গত দু'বছরে তারা মোট ৯টি বড় ধরনের সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে'।[৫]

সমাধান : ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে কেএনএফের সমন্বয়কসহ বেশ কিছু সদস্য গ্রেফতার হয়েছে। এই অভিযান যেন এখানেই শেষ না হয়। এই অভিযানের পাশাপাশি অত্র এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবে গহীন পাহাড়ে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং প্রভাব বজায় রাখার জন্য সেনাবাহিনীর ক্যাম্পগুলো পুনরায় সক্রিয় করে তুলতে হবে। এতে হয়তোবা কথিত মানবাধিকার গ্রুপগুলো মায়াকান্না শুরু করতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। আমরা নিজেরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক ও যত্নশীল থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থী নাথারন বোমের হঠাৎ মিজোরামের খ্রিস্টান গুরুদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলা ও তাদের সহায়তায় ইউরোপ গমন, অতঃপর ইউরোপ থেকে ফিরে এসে প্রথমে এনজিও গড়ে তোলা ও পরবর্তীতে কেএনএফ গঠন করা পুরো প্রক্রিয়াটি বেশ সন্দেহজনক। নাথান বোমের বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে উঠার এই পুরো প্রক্রিয়াটা সূক্ষ্মভাবে স্টাডি করলে এর পিছনে কোন বৈদেশিক কোন গোষ্ঠীর মদদের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। যথাসম্ভব দ্রুত এর পিছনের মূলহোতাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নতুবা বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরিতে কেএনএফসহ অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অপতৎপরতায় পার্বত্য অঞ্চল বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। আমরা হয়তোবা আরও একটি দীর্ঘস্থায়ী কাউন্টার ইনসার্জেন্সি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারি।[৬] অদূর ভবিষ্যতে দেশের ভূখণ্ড থেকে পুরোপুরি আলাদা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক রাষ্ট্রের দাবী উঠার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মহান আল্লাহ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি মাটি সকল ধরনের অপতৎপতা থেকে মুক্ত রাখুন আমীন!।[৭]

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা]

---

৫. কেএনএফ সন্ত্রাস : সার্বভৌম নিরাপত্তা সতর্কতা পৃ. ০৬।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. কেএনএফ সন্ত্রাস : সার্বভৌম নিরাপত্তা সতর্কতা পৃ. ঐ।

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- **হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান**
- **প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ**

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	নীলফামারী অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার আল-আমীন ফার্মেসী শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদ, খামার রোড, মুসলিম পাড়া, আলমনগর, রংপুর ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬	**মাওলানা আতীকুর রহমান ইছলাহী** ডালপট্টি, নীলফামারী। ০১৭৫০-২৪৫৬৫৬।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬ ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯

মুহাম্মাদ মুসলিম (রাজশাহী)

[জনাব মুহাম্মাদ মুসলিম (৭৪) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র শুরুর দিকের একজন সচেতন সংগঠক। তিনি 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করেছেন। 'ঝিনা সাংগঠনিক যেলা' গঠনের সময় তিনি তাবলীগ সম্পাদক হিসাবে তার সাগঠনিক দায়িত্ব পালন শুরু করেন। যৌবনকালে তিনি সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রমে যথাসাধ্য সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। তাঁর জীবন ঘনিষ্ঠ নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর নির্বাহী সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব]

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন?

মুহাম্মাদ মুসলিম : আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্র অশেষ রহমতে ভালো আছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

মুহাম্মাদ মুসলিম : আমার জন্ম ১৯৫০ সালে। তবে তারিখ জানা নেই। আমার শিক্ষাজীবন বেশী দীর্ঘ নয়। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আমি ৫ম শ্রেণী পাশ করি। এরপর পাশের গ্রাম মুহাম্মাদপুর জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হই। হাইস্কুলে ভর্তির কিছু দিন পর আমি কালাজ্বরে আক্রান্ত হই। ঐসময় অনেকেই কালাজ্বরে মারা গিয়েছিল। তবে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। *ফালিল্লাহিল হামদ!* সেসময় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা খুবই কম ছিল। পর্যায়ক্রমে ৮ম শ্রেণী পাশ করে ৯ম শ্রেণীতে উঠার পরে আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের পর স্কুলে যাতায়াত শুরু করলে আমার পিতা বলেন, আমি তোমাকে আর পড়াতে পারব না। ফলে এখানেই আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

দু'বছর পর মুহাম্মাদপুর জুনিয়র হাইস্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয় হ'লে প্রধান শিক্ষক ছাত্র সংগ্রহে এসে আমাকে বললেন, তোমাকে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি নিলাম, তুমি শুধু পরীক্ষা দিবে। প্রথম দিনই আমি সকাল সকাল জমি চাষ সেরে আধা ঘণ্টা পায়ে হেঁটে স্কুলে যাই। স্যারেরা আমাকে ক্লাসে পেয়ে অনেক খুশী হলেন এবং উৎসাহ যোগালেন। ফলে আমি গৃহকর্ম বজায় রেখে নিয়মিত ক্লাসে যেতে লাগলাম। এভাবে দু'বছর কেটে গেল। ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লাম।

ফাইনাল পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হ'ল। যুদ্ধ শেষে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হ'ল। কিন্তু আমার বাম হাতে তখন স্যালুলাইটিস তথা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হ'ল। এরপরও পরীক্ষা দিলাম এবং আশা না থাকলেও পাশ করলাম। অতঃপর নিকটে কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় পুরোদস্তর কৃষক হয়ে গেলাম।

তাওহীদের ডাক : 'যুবসংঘে'র সাথে আপনার পথ চলা শুরু হয় কবে থেকে?

মুহাম্মাদ মুসলিম : দেশ স্বাধীনের পর স্থানীয় স্বাধীনচেতা মুক্তিযোদ্ধারা বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় এবং তারা আমাকেও তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আমার কর্মদক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার কারণে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমি নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের অনেক কাজ আমার পসন্দ হ'ত না। কোন পরামর্শ দিলে তারা তা গ্রহণ না করে আমাকে 'বুর্জোয়া' বলে তিরস্কার করত। ফলে আমি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করি। কিন্তু সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করার প্রবল ইচ্ছা হ'ত।

কৃষি কাজের অবসরে আমি বেকার। তাই অবসরে আমি ঝিনা ইসলামিয়া মাদ্রাসার আবাসিক শিক্ষকদের সাথে থাকতাম। মাষ্টার আব্দুল খালেকও মাঝে মাঝে মাদ্রাসায় আসতেন। ইসলামী আন্দোলন নিয়ে তার সাথে আমাদের আলাপ-আলোচনা হ'ত। মাষ্টার ছাহেব আগে থেকেই সাপ্তাহিক আরাফাত পড়তেন। তিনি পত্রিকা হাতে পেলেই এক কপি মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি আরাফাত হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে মাদ্রাসায় এসে সকলকে ডেকে বললেন, সকল দলের যুবসংগঠন আছে। আর জমঈয়তের যুবসংগঠন হ'ল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। তিনি আমাদেরকে নিয়ে একটি মিটিং করলেন। সকলের পরামর্শে পত্রিকায় দেওয়া ঠিকানায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বরাবর চিঠি লেখা হ'ল এবং খুব দ্রুত চিঠির উত্তরও আসল। সেই চিঠির পরামর্শ মোতাবেক আমরা মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ'-এর একটি শাখা গঠন করলাম। এভাবেই 'যুবসংঘ'-এর সাথে আমার পথ চলা শুরু হয়েছিল।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে কিভাবে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল?

মুহাম্মাদ মুসলিম : ১৯৮০ সালের শেষ দিকে আমরা জানতে পারলাম যে, আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেছেন। তখন আব্দুল খালেক মাষ্টার (উপরবিল্লী), বর্তমানে 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ (মোহনপুর, রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী, মাওলানা নু'মান, মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান মণ্ডল, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, ক্বারী ইয়াসীন, আব্দুল খালেক (ঝিনা), ডা. শাহজাহানসহ আমরা ১০জন যুবক স্যারের সাথে সাক্ষাতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। পুরানো টিনশেড মাদারবখ্শ হ'লে স্যারকে পেলাম। ছোট রুমে দু'টি চৌকি। সেখানেই সবাই কষ্ট করে বসলাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক আমাদের সাথে আন্তরিকতার সাথে আলোচনা করলেন। যা আমাদের স্মৃতিপটে আজও অম্লান আছে। তিনি সেদিন বলেছিলেন, এই দাওয়াতী

ময়দানে আমাদের প্রথম বাধা আসবে আমাদের ঘর থেকেই। শেষে উনি একটি সম্মেলন করার কথা বললেন। ইতিমধ্যে আছরের ছালাতের সময় হ'লে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেউ ইউনিভার্সিটি স্টেশন, কেউ রাজশাহী স্টেশন থেকে ট্রেনে বাড়ি ফিরলাম। এই দিনের পর আমরা বাড়ি ফিরে আরও জোরদার গতিতে দাওয়াতী কাজ শুরু করলাম।

তাওহীদের ডাক : ঝিনা সাংগঠনিক যেলা কবে গঠন হ'ল?

মুহাম্মাদ মুসলিম : ১৯৮৪ সালের ৪ঠা মে 'যুবসংঘ'-এর ২য় কেন্দ্রীয় শূরা সম্মেলনের একটি সিদ্ধান্ত ছিল, কমপক্ষে ১০টি শাখার সমন্বয়ে একটি সাংগঠনিক যেলা গঠিত হবে। সে সময় ঝিনাকে কেন্দ্র করে আশে-পাশে প্রায় ৮/১০টি শাখা ভালোই কাজ করছিল। ক্রমে ক্রমে অগ্রগতিও হচ্ছিল। আমরা ঐ সময় আমীরে জামা'আতকে প্রস্তাব দেই যে, আমরা এখানে একটি সম্মেলন করব। উনি একমত হন এবং দিন ধার্য করে বক্তা নির্বাচন করে দেন। ড. মুজীবুর রহমান, ড. আফতাব আহমাদ রহমানী এবং উনি নিজে। পোস্টার ছাপানো হ'ল। অনেক প্রচার হ'ল। ফলে অনেক আহলেহাদীছ প্রিয় আলেম এসে উপস্থিত হলেন। ড. রহমানী স্যার আসতে পারেননি। ওদিকে আলোচনা চলছিল আর আমীরের জামা'আত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালাচ্ছিলেন। সম্মেলনের পর চারিদিকে 'যুবসংঘে'র শাখা ছড়িয়ে পড়ল। ফলে আমীরে জামা'আত এটাকে সাংগঠনিক যেলা করার পরামর্শ দিলেন। কিছুদিন পর অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ভাই আমাদের এলাকায় সফরে আসেন এবং কয়েকদিন থেকে শাখাসমূহ পরিদর্শন করে যান। উনার রিপোর্ট অনুযায়ী সংগঠনিক যেলা গঠিত হয়। এভাবেই 'ঝিনা' সাংগঠনিক যেলার মান পেয়ে যায়। অতঃপর ১৯৮৭ সালে শাখার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলে ঝিনা সাংগঠনিক যেলা বাতিল হয় এবং তা রাজশাহী সাংগঠনিক যেলায় পরিণত হয়।

তাওহীদের ডাক : তৎকালীন সময়ের দ্বীনী ভাইদের মধ্যে মধ্যে মরহুম আব্দুল খালেক মাষ্টার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

মুহাম্মাদ মুসলিম : উপরবিল্লীর অব্দুল খালেক মাষ্টার ভাই আমাদের থানার মধ্যে একজন নামকরা শিক্ষক ছিলেন। তিনি সরকারের সমস্ত নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলতেন। যথা সময়ে স্কুলে যেতেন এবং ফিরে আসতেন। কখনও ফাঁকি দিতেন না। তাঁর আন্তরিকতার কোন অভাব ছিলনা। উনি আগে থেকেই আহলেহাদীছ ছিলেন ও সাপ্তাহিক আরাফাতের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। উনার কাছে আরাফাত আসলে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিতেন। তার মধ্যে স্যারের লেখা থাকত। তাতে আমরা স্যারের নামের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রথম প্রথম আমরা বেশ উদ্যোগী ছিলাম। আব্দুল খালেক মাষ্টার যেহেতু শিক্ষকতা করতেন সেহেতু নিয়মিত সফরে যেতে পারতেন না। তখন বিভিন্ন শাখায় আমাদের সাপ্তাহিক মিটিং হ'ত। তিনি সাপ্তাহিক মিটিংগুলোতে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন।

তাওহীদের ডাক : 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পর মাঠ পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম কতটা অনুকূলে ছিল?

মুহাম্মাদ মুসলিম : যুবসংঘ গঠনের পূর্বে জমঈয়ত কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তেমন কোন কাজ ছিল না। আহলেহাদীছ সমাজে দাওয়াতী কাজ না থাকায় অনেকেই বিভিন্ন তন্ত্রে-মন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে তরুণ সমাজকে পপুলার ইসলামে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা টার্গেট করেছিল। 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পর আহলেহাদীছ যুবকরা কাজ করার একটি প্লাটফর্ম পেয়ে যায়। যাতে তারা দুনিয়াবী যাবতীয় ফিৎনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকে। উৎসুক জনতা চাতক পাখির মত এমনই একটি দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রত্যাশী ছিল। ফলে মাঠ পর্যায়ে দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কার্যক্রম অনুকূলে ছিল।

তাওহীদের ডাক : 'যুবসংঘে'র সাথে আপনার প্রথম দিকের পথচলার কিছু স্মৃতি যদি বলতেন?

মুহাম্মাদ মুসলিম : ১৯৮৪ সালের ৩১শে আগস্ট শুক্রবার রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেটের ৩য় তলায় ৩য় শূরা সম্মেলনে ৩৪ জন কর্মীকে 'কাউন্সিল সদস্য' হিসাবে মনোনীত করা হয়। তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। ঐ মিটিংয়েই পূর্বের এডহক কমিটি বাতিল করে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য থেকে আমিসহ ১৫জনকে মজলিসে শূরার সদস্য করা হয়। এই দিনেই কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রাজশাহী নিউ ডিগ্রী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল অধ্যাপক আব্দুন নূর সালাফীর (রংপুর) পরিচালনায় 'যুবসংঘে'র পূর্ণ কমিটি গঠন করা হয়। তার আগে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এবং নিজের ভোট নিজেকে দিতে পারবে না এই শর্তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর গণনাকৃত ২৯টি ভোটের ২৮টি ভোট পেয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যুবসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৮৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'যুবসংঘে'র ৩য় সেশন ১৯৮৭-৮৯-এর নতুন কমিটি গঠন হয়। ঐ দিনের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি হ'ল মুহাম্মাদ আবুবকর (ঝিনাইদহ)-কে সভাপতি, মুহাম্মাদ এনামুল হক (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)-কে সহ-সভাপতি ও গোলাম কিবরিয়া (দিনাজপুর)-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা। আর এই কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন ড. আব্দুল বারী স্যার এবং আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আব্দুল মতীন সালাফী, আব্দুছ ছামাদ সালাফী, অধ্যাপক আব্দুন নূর সালাফী, অধ্যাপক হাসানুযযামানসহ ৬জন উপদেষ্টা এবং সদস্য সচিব ছিলেন 'যুবসংঘে'র নতুন সভাপতি মুহাম্মাদ আবুবকর।

তাওহীদের ডাক : আপনি 'যুবসংঘে'র প্রথম মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। সাংগঠনিকভাবে 'যুবসংঘ' যে কঠিন

চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, সে বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলবেন।

মুহাম্মাদ মুসলিম : সংগঠন ৬ষ্ঠ বর্ষ থেকে ৭ম বর্ষে পা দেয়ার পরপরই 'জমঈয়ত' সভাপতি কর্তৃক 'যুবসংঘে'র উপর বিধিনিষেধের কঠিন চ্যালেঞ্জ নেমে আসে। জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারী স্যার 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কোন অজানা কারণে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করতেন। কখনও তিনি বট গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার উদাহরণ দিয়ে শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের জন্য একটিই প্লাটফর্ম হবে বলে বক্তৃতা করতেন। যখন 'যুবসংঘে'র গ্রহণযোগ্যতা ও দাওয়াতের বিস্তৃতি গ্রামে-গঞ্জে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যাচ্ছে, তখন 'জমঈয়ত' সভাপতির বিরোধিতা যেন দিন দিন প্রকট হ'তে থাকে। যখন তার পিতৃত্বের ছায়ায় যুবকরা এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছিল, তখন তাঁর এই বিরোধিতা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর এবং অপ্রত্যাশিত। তিনি বলতে থাকেন, (১) 'যুবসংঘ' বৌদ্ধ শব্দ। এই নাম চলবে না। (২) পরে ১৯৮০ সালের গঠনতন্ত্রে জমঈয়তের জন্য শুব্বান বিভাগ রাখা হ'ল। বলা হ'ল জমঈয়তের পক্ষ হ'তে শুব্বান বিভাগ পরিচালিত হবে। শুব্বান বিভাগের আলাদা কোন গঠনতন্ত্র থাকবে না। শুব্বান বিভাগের আলাদা কোন পত্রিকা থাকবে না ইত্যাদি। সবশেষে তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে স্বয়ং 'যুবসংঘে'র সাথেই সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেন। অথচ তার কিছুদিন পরই ১৯৮৯ সালের ২৮শে নভেম্বর 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলেহাদীস' নামে পৃথক যুবসংগঠনের নাম ঘোষণা করেন। এভাবে যুবসংঘ-এর বর্তমানে পুনরায় 'শুব্বান' নামে আরেকটি যুবসংগঠন তৈরীর মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ জামা'আতকে বিভক্ত করে দেন।

তাওহীদের ডাক : 'জমঈয়তে'র 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণার পর পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য 'যুবসংঘ' কি কোন পদক্ষেপ নিয়েছিল?

মুহাম্মাদ মুসলিম : 'যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে, কখনও সরাসরি জমঈয়ত সভাপতির সাথে বসে সম্পর্কহীনতা নিরসনের চেষ্টা করা হয়। যেমন সম্পর্কহীনতা ঘোষণার প্রায় চার মাস পরে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সমাধানের লক্ষ্যে ড. আব্দুল বারী স্যারের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের জন্য ইউজিসিতে তাঁর সরকারী বাসভবনে যাওয়া হয়েছিল। সেদিন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সিরাজ ভাইয়ের সাথে আমিও ছিলাম। কোন এক কথার কারণে ঐ ঘরোয়া বৈঠকে সিরাজ ভাইকে কটাক্ষ করে আব্দুল বারী স্যার বললেন, এই শ্রীমান! খুব বেড়ে গেছে। এ সময় আমীরে জামা'আত বলেছিলেন, স্যার! আপনি 'জাতিসংঘ' বলেন। অথচ 'যুবসংঘ' বলতে আপত্তি করেন কেন? সেদিন বিদেশী মেহমান শেখ তারেক 'যুবসংঘে'র গুরুত্ব এবং সাথে সাথে জামা'আতী ঐক্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেও কোন লাভ হয়নি। ফলে বৈঠক ব্যর্থ হ'ল। এরপর 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল শেখ রফীক ভাইয়ের নেতৃত্বে ঢাকায় গিয়ে স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। রফীক ভাই ফিরে এসে বলেন, যার পা ধরে কাঁদবো, তিনি যদি মুখে লাথি মারেন, তাহ'লে কিভাবে ঐক্য হবে? এছাড়াও সাতক্ষীরা ও যশোর থেকে মুরব্বীরা গিয়ে ড. আব্দুল বারী স্যারকে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বলে সামনে বাড়ার কোন সুযোগ দেননি।

তাওহীদের ডাক : **'যুবসংঘে'র সাথে 'জমঈয়তে'র 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণার পরবর্তী পেক্ষাপট কেমন দেখেছেন?**

মুহাম্মাদ মুসলিম : ১৯৮৯ সালে 'জমঈয়তে'র সাথে 'যুবসংঘে'র 'সম্পর্কহীনতা'র কোন প্রভাব আমাদের এলাকায় পড়েনি। কারণ এলাকায় জমঈয়তের কোন তৎপরতা ছিল না। এখনও নেই বলা চলে। তবে 'জামায়াতে ইসলামী'রা আমাদের এ বিষয়ে বড় প্রশ্নের সম্মুখীন করত।

তাওহীদের ডাক : **অন্যান্য ইসলামী সংগঠন ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র মধ্যে পার্থক্য কী বলে আপনি মনে করেন?**

মুহাম্মাদ মুসলিম : অন্যান্য ইসলামী সংগঠন ও আহলেহাদীছ সংগঠনের মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেননা ইসলামী কোন সংগঠনই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেনি। বরং কেউ ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বুযুর্গানে দ্বীন, আকাবির ও অতিরঞ্জিত ফাযায়েল-মাসায়েলে বিশ্বাসী। আবার পপুলার ইসলামে বিশ্বাসী কিছু সংগঠন ব্যালটে বিশ্বাসী। যেখানে জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস ও অধিকাংশের রায় চূড়ান্ত মনে করা হয়, যা সম্পূর্ণ শিরকী আক্বীদা। এছাড়া তাদের সাথে প্রকৃত ইসলামের নানাবিধ সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে। এছাড়াও কিছু খারেজী আক্বীদা সম্পন্ন সংগঠন রয়েছে, যারা বুলেটে বিশ্বাসী। যা আদৌ ইসলামী আদর্শ নয়। এছাড়াও আহলেহাদীছ নামধারী কিছু সংগঠন রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন তন্ত্রে-মন্ত্রে বিশ্বাসী লোকদের ঠিকানা হয়েছে। যারা কখনোই আহলেহাদীছদের প্রকৃত স্পীরিট বুঝেনা।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতি বলবেন কি?

মুহাম্মাদ মুসলিম : আমীরে জামা'আত যখন মাদারবখ্শ হলে থাকতেন তখন আমি একদিন তার সাথে সাক্ষাৎ করে রাত্রে হলেই ছিলাম। ফজরের ছালাত পর তিনি বললেন, চলুন একটু হেঁটে আসি। এদিন আমি প্রশ্ন করলাম, আমরা ক্ষমতায় না গেলে কিভাবে দ্বীন কায়েম হবে? উনি উত্তর দিলেন আমরা দেড় কোটি আহলেহাদীছ এর মধ্য হ'তে যদি এক লক্ষ সাংগঠনভুক্ত যুবক সংসদ ভবনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাবী করি, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক দেশের আইন চালু করতে হবে, তাহ'লে কি পার্লামেন্ট আমাদের দাবি মানবে না? তখন আমার সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল।

এছাড়াও কোন প্রয়োজনে রাজশাহী শহরে গেলে আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ না করে আসলে আত্মতৃপ্তি হ'ত না। তার সাথে সাক্ষাৎ করলে দাওয়াতী জাযবা বৃদ্ধি পেত।

তাওহীদের ডাক : ব্যক্তি জীবনে আপনার এমন কোন অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি আছে কি যা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে?

মুহাম্মাদ মুসলিম : আমি কোন কেন্দ্রীয় মিটিং মিস করতাম না। কখনও ট্রেন মিস হ'লে আমি সাইকেল চালিয়ে চলে যেতাম। একদিন মিটিংয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য ট্রেন ধরতে কাকনহাট স্টেশনের নিকটবর্তী হ'তেই দেখলাম ট্রেন চলে গেল। তাই বাড়ী ফিরে এলাম। এশার ছালাতের পর সাইকেল চালিয়ে রাজশাহীতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় পাশের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে। তখন আমার বাবা বন্দুক বের করে দিয়ে বললেন, বাবা যাও। তখন আমি বন্দুক নিয়ে আমাদের বাড়ী থেকেই ডাকাত আক্রান্ত বাড়ীর দরজা লক্ষ্য করে ফায়ারিং করা শুরু করলাম। কিন্তু খুব বেশী সুবিধা হচ্ছিল না। তাই বাড়ী থেকে বের হয়ে ধান মাড়াইয়ের খলেন থেকে ফায়ার করলাম। এরপর পাশের বাড়ীর ওয়াল টপকিয়ে অন্য সাইড থেকেও ফায়ার করলাম, যাতে ডাকাতরা মনে করে আমরা বেশ কয়েকজন বন্দুকধারী আছি। কিছুক্ষণ পর আরও দু'জন বন্দুক নিয়ে আসল।

তারপর আমি আক্রান্ত বাড়ির সরাসরি সামনে কুয়ার পিছনে নিরাপদ জায়গা দেখে দরজা বরাবর ফায়ার করলাম। এবার গুলি গিয়ে সরাসরি ডাকাত সর্দারের হাতে লাগল। তখন ডাকাতদের মধ্যে চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে গেল। ওরা যখন বাড়ী থেকে বের হচ্ছে তখন আমি আবারও ফায়ার করলাম, কিন্তু কার্তুজ কাটল না। মূলত এই কার্তুজ নষ্ট ছিল। আর পাশের জন ভয়ে ফায়ার করতে পারল না। ফলে ডাকাতরা চলে গেল। একারণে আমার ঐ দিনের মিটিং মিস হয়ে গেল। তবে নযরুল ইসলাম ভাই মিটিংয়ে যাওয়ার সময় তাকে বিষয়টি জানালাম, যেন তিনি স্যারকে ঘটনাটি জানিয়ে দেন।

মূলত আমাদের এলাকায় তখন মাঝে-মধ্যে ডাকাত পড়ত। তাই এলাকার ৬-৭ জনের কাছে সরকারী লাইসেন্সকৃত বন্দুক ছিল। পরবর্তীতে বন্দুক রাখার চার্জ বেড়ে গেল। আবার কার্তুজও ঠিক মত পাওয়া যেতনা। তার চেয়ে বড় কথা, ডাকাতদের উপদ্রব একেবারেই শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল। তাই আমরা বন্দুক জমা দিয়ে দিয়েছিলাম।

তাওহীদের ডাক : যুবসমাজের জন্য যদি কিছু নছীহত করতেন?

মুহাম্মাদ মুসলিম : যুব সমাজের প্রতি আমার একটাই নছীহত আমীরে জামা'আতের লেখনী পড়ুন। তার বক্তব্য শুনুন ও আমল করুন। কেননা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়লে আর যাই হোক ইসলামের মৌলিক জ্ঞানগুলো অর্জন করা সম্ভব নয়।

তাওহীদের ডাক : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু নছীহত করতেন?

মুহাম্মাদ মুসলিম : বর্তমানে দাওয়াতের ময়দান বিস্তৃত। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত মানুষের নিকট খুব দ্রুতই পৌঁছানো সম্ভব। তবে সঠিক দাওয়াত লোকদের নিকট পৌঁছালেই যে মানুষ গ্রহণ করবে এমনটি নয়। সেজন্য ত্বরিৎ ফল কামনা না করে ধৈর্যের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ একদিন সাফল্য আসবেই।

তাওহীদের ডাক : আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

মুহাম্মাদ মুসলিম : আমার সাক্ষাৎকার 'তাওহীদের ডাকে' প্রকাশের জন্য পত্রিকা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

তাওহীদের ডাক-এর নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত পাঠক! **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** একমাত্র মুখপত্র দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক ১৯৮৫ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কলম সৈনিক হিসাবে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।* লেখনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচার এবং অনৈসলামিক মূল্যবোধহীন সাহিত্যের বিপরীতে ইসলামী সাহিত্যের ইলাহী শিল্পরূপ তরুণ ও যুবসমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই তাওহীদের ডাকের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় প্রায় তিন যুগ থেকে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বমুখর এই সমাজে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে পত্রিকাটির লেখক, পাঠক, প্রচারক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতার ফলে। মহান আল্লাহ আপনাদের এই নিখাদ ভালবাসা এবং বিশুদ্ধ দ্বীন অনুশীলন ও প্রচার-প্রসারের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!

প্রিয় পাঠক! দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরে কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুষঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে স্বল্প মূল্যে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর'২৩ সংখ্যা থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ থেকে কমিয়ে ৪০ পৃষ্ঠা করতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পত্রিকার মূল্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পত্রিকা চালানো প্রায় অসম্ভব। সেকারণ হকের আওয়ায বুলন্দ রাখতে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ওয়াসসালাম। *-সম্পাদক।*

তাওহীদের ডাকে সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- সহকারী সম্পাদক (০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩)।

ফজরের জামা'আতে অংশগ্রহণ

-হাসীবুর রশীদ

উপস্থাপনা : মানুষের শরীর কিছুটা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের মত। দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারের ফলে ডিভাইস যেমন গরম হয়, তেমনি সারাদিন কর্মব্যস্ততার কারণে মানব শরীরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন দরকার হয় একটু বিশ্রাম, যা শরীর ও মনকে আবার কর্মক্ষম করে তোলে। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য ঘুমের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا 'এবং তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী আমরা রাত্রিকে করেছি আবরণ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণকাল' *(নাবা ৭৮/৯-১১)*। সুতরাং সারাদিন কাজ-কর্মের পর রাত্রিতে মানুষ ঘুমাবে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু দীর্ঘদিন না ব্যবহারের ফলে অনেক ডিভাইস যেমন নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি মাত্রাতিরিক্ত ঘুম শরীরের ক্ষতি করে। আবার অনিয়মিত ঘুমও শরীরকে অবসাদগ্রস্ত করে। আমরা অনেকে রাতে দেরিতে ঘুমানোর ফলে ফজরে যথাসময়ে উঠতে পারি না। এতে ফজরের ছালাত যেমন আদায় করা সম্ভব হয় না, তেমনি সারাদিন কাজে-কর্মে মন বসে না। ফলে শরীর ও আত্মা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই রাতে দ্রুত ঘুমানো ও ফজরের সময় জাগ্রত হওয়া যরূরী। নিম্নে ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের গুরুত্ব ও করণীয়সমূহ উপস্থাপন করা হ'ল :

ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের ফযীলত

১. উত্তম ছালাত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللهِ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ جَمَاعَةٍ 'সর্বোত্তম ছালাত হ'ল জুম'আর দিন জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত' *(ছহীহাহ হা/১৫৬৬)*।

২. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায়, তখন শয়তান তার মাথার শেষভাগে তিনটি গিট দেয়। প্রত্যেক গিট দেওয়ার সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত পড়ে আছে, অতএব তুমি ঘুমাও। অতঃপর যদি সে জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন একটি গিট খুলে যায়। অতঃপর যদি সে ওযূ করে, তবে দ্বিতীয় গিটও খুলে যায়। আর যদি সে ছালাত আদায় করে তবে সকল গিট খুলে যায়। ফলে সে সকাল করে প্রফুল্ল ও প্রশান্ত মনে। অন্যথায় তার সকাল হয় অলস ও কলুষিত মনে'।[১]

৩. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি : কোন ব্যক্তি যদি ফজর ছালাত নিয়মিত জামা'আতে আদায় করে, সে জান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِيْ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ 'এমন ব্যক্তি কখনোই জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্য ওঠা ও ডোবার আগে ছালাত আদায় করেছে, অর্থাৎ ফজর ও আছরের ছালাত'।[২]

৪. জান্নাত লাভ : ফজর ছালাত ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের পথ সহজ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা অর্থাৎ ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩]

৫. ফেরেশতাগণের সাক্ষ্য প্রাপ্তি : ফজর ছালাত আদায় করলে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে সে সংবাদ পৌঁছে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ তোমাদের মাঝে পালাক্রমে আগমন করে। আর তারা ফজর ও আছরের ছালাতে একত্রিত হয়। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারীরা উপরে উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় ছেড়ে আসলে? যদিও তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তারা বলে, আমরা তাদেরকে ছালাতরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা ছালাতরত ছিল'।[৪] যদিও আল্লাহ সবই জানেন, তবুও তিনি ফেরেশতাদের নিকট বনু আদমের মর্যাদা বর্ণনার জন্য এরূপ করেন।

৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ : ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত (জামা'আতে) আদায় করল, সে আল্লাহর যিম্মায় চলে এল। সুতরাং আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার যিম্মা সম্পর্কে দাবী না করেন।

১. বুখারী হা/৩২৬৯; মুসলিম হা/৭৭৬; মিশকাত হা/১২১৯।

২. মুসলিম হা/৬৩৪; মিশকাত হা/৬২৪।
৩. বুখারী হা/৫৭৪; মুসলিম হা/৬৩৫; মিশকাত হা/৬২৫।
৪. বুখারী হা/৫৫৫; মুসলিম হা/৬৩২; মিশকাত হা/৬২৬।

কারণ যার কাছেই তিনি তাঁর যিম্মার কিছু দাবী করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৫]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র যিম্মাদারীতে থাকে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে বের হয়, সে আল্লাহ্র নিরাপত্তায় থাকে যে পর্যন্ত আল্লাহ তার মৃত্যু দান না করেন এবং জান্নাতে প্রবেশ না করান অথবা অর্জিত ছওয়াব ও গনীমতসহ ফিরিয়ে আনেন। (২) যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করে, সে আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে এবং (৩) যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করে, সে আল্লাহ্র যিম্মাদারীতে থাকে'।[৬]

৭. অসংখ্য প্রতিদান লাভ : ফজরের ছালাতে অসংখ্য প্রতিদান রয়েছে, যে সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জানে না। ফলে তারা অলসতা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا 'যদি লোকেরা জানত এশা ও ফজরের ছালাতে কী ফযীলত রয়েছে, তাহ'লে অবশ্যই তারা এই দু'ছালাতে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও আসত।[৭]

এজন্য ওমর (রাঃ) সারারাত ছালাত আদায়ের চেয়ে ফজরের জামা'আতকে গুরুত্ব দিতেন। আবুবকর ইবনু সুলায়মান ইবনু আবী হাসমা (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) একদিন সুলায়মান ইবন আবী হাসমাকে ফজরের ছালাতে উপস্থিত পাননি। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বাজারের দিকে গমন করলেন। আর সুলায়মানের বাড়ি ছিল বাজার ও মসজিদের মাঝপথে। তিনি সুলায়মানের জননী শিফা'-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাকে বললেন, আমি ফজরের ছালাতে সুলায়মানকে দেখলাম না যে? তিনি (উত্তরে) বললেন, সে রাত্রি জেগে (নফল) ছালাত আদায় করেছে। ফলে ফজরের সময় দু'চোখ (ঘুম) তাকে পরাজিত করেছে। ওমর (রাঃ) বললেন, ফজরের ছালাতের জামা'আতে হাযির হওয়া আমার নিকট সারারাত (নফল) ছালাত আদায় হ'তে পছন্দনীয়'।[৮]

৮. জান্নাতে আল্লাহ্র আতিথেয়তা প্রাপ্তি : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِيْ الْجَنَّةِ نُزُلًا، كُلَّمَا غَدَا، أَوْ رَاحَ 'যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে আপ্যায়ন সামগ্রী প্রস্তুত করেন। সে যতবার সকাল অথবা সন্ধ্যায় গমনাগমন করে, প্রত্যেকবার আল্লাহ তার জন্য আতিথেয়তার সামগ্রী প্রস্তুত করেন'।[৯]

৯. জামা'আতে ফরয ছালাত আদায়ে গোনাহ মাফ : শুধু ফজর নয়, যে কোন ছালাত জামা'আতে আদায় করলে গোনাহ মাফ হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَصَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ 'যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং ওযূকে পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করে। অতঃপর ফরয ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে, তার গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[১০]

৯. আল্লাহ্র দর্শন লাভে ধন্য : জারীর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ। তাঁর দর্শনে তোমরা কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হবে না। অতএব তোমরা সাধ্যমত চেষ্টা করবে সূর্যোদয়ের পূর্বের ছালাত সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগের ছালাত সূর্যাস্তের আগে আদায় করতে যেন ব্যর্থ না হও। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا 'আর তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩০)*।[১১]

ফজর ছালাতান্তে যিকর ও দু'রাক'আত ছালাতে হজ্জ ও ওমরার নেকী রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করল, অতঃপর বসে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকর করতে থাকল, তারপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি ওমরার সমান ছওয়াব লাভ করল'। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথাটি তিনবার বলেছেন, পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে'।[১২]

---

৫. মুসলিম হা/৬৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৫।
৬. বুখারী হা/১০৯৪; আবুদাউদ হা/২৪৯৪।
৭. ইবনু মাজাহ হা/৭৯৬।
৮. মুয়াত্ত্বা হা/২৯৬; মিশকাত হা/১০৮০; ছহীহুত তারগীব হা/৪২৩।
৯. বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; মিশকাত হা/৬৯৮।
১০. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৪৮৯; ছহীহুত তারগীব হা/৪০৭।
১১. বুখারী হা/৫৫৪; মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫।
১২. তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১; ছহীহাহ হা/৩৪০৩।

www.tawheederdak.com

ফজরের ছালাত পরিত্যাগের পরিণতি

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মধ্যে ফজরের ছালাতে ফযীলত সবচেয়ে বেশী। কারণ এসময় অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে এবং শয়তান তাদের মাথায় গিট দিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে অধিকাংশ মানুষ ফজরের ছালাতে গাফেল থাকে। ফজরের ছালাতের সাথে অন্যান্য ছালাতের মসজিদে মুছল্লীর সংখ্যা লক্ষ্য করলে যা সহজে টের পাওয়া যায়। ফজরের ছালাতের ব্যাপারে উদাসীনতার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর সতর্কতাসমূহ নিম্নরূপ :

১. নিফাক্বী : নিফাক্ব দুই প্রকার। বড় নিফাক্ব হ'ল অন্তরে কুফরী পোষণ করে মুখে ইসলাম প্রকাশ করা। এ প্রকার মুনাফিক চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অন্যদিকে ছোট নিফাক্ব হ'ল অন্তরে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও আমলে তা বাস্তবায়ন করতে অলসতা করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছোট নিফাক্বীর অনেক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ফজর ছালাতে অলসতা অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ 'নিশ্চয়ই মুনাফিকদের উপর সর্বাধিক কষ্টকর ছালাত হ'ল ফজর ও এশার ছালাত'।[১৩]

২. আল্লাহ্র যিম্মাদারী থেকে মুক্ত : আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত। আর ছালাত পরিত্যাগকারী অবাধ্য বান্দার দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَتْرُكِ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ 'তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ছালাত ছেড়ে দিও না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দেয়, তার থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী মুক্ত হয়ে যায়'।[১৪]

৩. জাহান্নামের শাস্তি ভোগ : আমরা সাধারণত ফজর ও আছর ছালাতের পূর্বে ঘুমিয়ে থাকি। আর এই দুই ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত অপরিসিম। সাথে সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় না করার পরিণতিও ভয়ংকর হাদীছে নবী (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্বপ্ন বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেন, أَمَّا الَّذِىْ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ 'যে ব্যক্তির মাথা পাথর দিয়ে বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হ'ল ঐ লোক যে কুরআন শিখে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে'।[১৫]

ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায়ের জন্য করণীয়

বলা হয়, সকালের সূর্য দেখে সারাদিনের আবহাওয়া আন্দাজ করা যায়। তেমনই ফজরের ছালাতে উপস্থিতি দেখে ব্যক্তির দ্বীনদারিতা কিছুটা বুঝা যায়। সুতরাং ফজর ছালাতে জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নের পরামর্শসমূহ পালন করা যায়।

১. এশার পরপরই ঘুমানো : আমরা অনেকে আছি যারা কিনা রাত জেগে কাজ করি এবং দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেই। যা একেবারেই শরীরের জন্য ভালো নয়। রাতের একটি নির্দিষ্ট সময় আমাদের শরীর থেকে এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়, যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী। ঐ নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে ঘুম আর স্বাস্থ্যকর হয় না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাতের পরে অযথা কথাবার্তা ও কাজকর্ম অপসন্দ করতেন। আবু বারযা (রাঃ) বলেন, وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا 'আর এশার ছালাত, যাকে তোমরা 'আতামাহ' বল, তিনি দেরি করে আদায় করা ভালবাসতেন এবং এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমানো ও ছালাতের পরে কথা বলাকে অপসন্দ করতেন।[১৬] অন্য হাদীছে আবু বারযা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثِ بَعْدَهَا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমাতে ও ছালাতের পরে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করতেন'।[১৭]

২. ফজরে ওঠার নিয়ত করে ঘুমানো : 'নিয়ত' অর্থ 'সংকল্প'। নিয়ত ব্যতীত কোনো কাজই সম্পন্ন হয় না। তাই প্রত্যেকটি কাজে সঠিক নিয়ত থাকা আবশ্যক। বান্দা কোন সৎকাজের দৃঢ় নিয়ত করে থাকলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। যে কাজের নিয়ত যেমন, তা মহান আল্লাহ্র কাছে তেমনভাবেই গ্রহণযোগ্য হয়। আর তাই প্রসিদ্ধ দু'টি হাদীছ গ্রন্থ ছহীহ বুখারী ও মিশকাতের প্রথম হাদীছটিই নিয়ত সম্পর্কিত। হাদীছে এসেছে, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوَى 'সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই-ই পাবে, যার নিয়ত সে করবে'।[১৮]

২. ঘুমকে ইবাদত হিসাবে গণ্য করা : ঘুম আমাদের জীবনের অপরিহার্য একটি বিষয়। তবে আমরা অনেকেই জানি, মুমিন বান্দা তার ঘুমকে আল্লাহ্র ইবাদতে পরিণত করতে পারেন। ঘুমকে ইবাদতে পরিণত করার কতিপয় পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন। যেমন : ওযু করে ঘুমানো, তাহাজ্জুদের নিয়তে ঘুমানো, ইবাদতের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ঘুমানো ইত্যাদি। ফজরের ছালাতে জামা'আতে আদায় করলে সারারাত ছালাতের ছওয়াব লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

১৩. ইবনু মাজাহ হা/৭৯৭; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৪৮৪।
১৪. আহমাদ হা/২৭৪০৪; ছহীহুত তারগীব হা/৫৭৩।
১৫. বুখারী হা/১১৪৩; ছহীহুত তারগীব হা/৪৭৮।
১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭ 'জলদী ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ।
১৭. আবু দাউদ হা/৪৮৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৯১৫, সনদ ছহীহ।
১৮. বুখারী হা/১, মিশকাত হা/১।

www.tawheederdak.com

বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ‘যে ব্যক্তি জামা‘আতের সাথে এশার ছালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত ক্বিয়াম (ইবাদত) করল। আর যে ফজরের ছালাত জামা‘আতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত ছালাত আদায় করল’।[১৯] সুতরাং এশা ও ফজরের ছালাত জামা‘আতে আদায়ের মাধ্যমে আমরা সারারাত্রি ঘুমিয়ে তা নেকীতে পরিণত করতে পারব। ইনশাআল্লাহ!

৩. ওযূ করে ঘুমানো ও যিকর করা : ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করে শোয়া মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ ‘যে মুসলিম রাতে পবিত্র অবস্থায় যিকর করতে করতে ঘুমায়, এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে আল্লাহ্র কাছে কল্যাণকর কিছু চায়, আল্লাহ তাকে তা দান করেন’।[২০] যদি কেউ ওযূ করে বিছানায় শোয়ার পর ঘুমানোর পূর্বে ওযূ ভেঙ্গে যায় অথবা রাতে কোন সময় ঘুম ভেঙ্গে যায়, তবে তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবে না। কেননা প্রথমবার ওযূর মাধ্যমেই সুন্নাত পালন হয়ে গেছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একবার রাতে ঘুম থেকে উঠলেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে হাত-মুখ ধুলেন। অতঃপর ঘুমিয়ে গেলেন’।[২১] অর্থাৎ তিনি পুনরায় ওযূ করেননি। সুতরাং ঘুমের উদ্দেশ্যে শোয়ার পূর্বে ওযূ করাই হাদীছের উদ্দেশ্য। শোয়ার পর ওযূ নষ্ট হ’লে তা ধর্তব্য নয়। তদুপরি কেউ চাইলে পুনরায় ওযূ করতে পারেন।

ঘুমানোর পূর্বে বিছানায় শুয়ে তিনবার নাস, ফালাক্ব ইখলাছ পাঠ করে সারা শরীরে হাত বুলানো মুস্তাহাব।[২২] অতঃপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করার পর ঘুমানো ভালো।[২৩]

৪. তাহাজ্জুদ ছালাতের নিয়ত করে ঘুমানো : যে বান্দা তাহাজ্জুদের নিয়তে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, নিয়তের কারণে তিনি তাহাজ্জুদের নেকী লাভ করেন এবং তার ঘুম আল্লাহ্র নিকটে ছাদাক্বাহ হিসাবে গণ্য হয়। আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি বিছানায় শয়নকালে এই নিয়ত করবে যে, সে ঘুম থেকে জেগে রাতের ছালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করবে, অতঃপর ঘুমের আধিক্যের কারণে যদি সকাল হয়ে যায়, তবুও সে যার নিয়ত করেছে, তার নেকী পেয়ে যাবে। আর আল্লাহ্র কাছে তার সেই ঘুম ছাদাক্বাহ হিসাবে গৃহীত হবে’।[২৪]

৫. আল্লাহ্র কাছে দো‘আ করে ঘুমানো : মহান আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের দো‘আ কবুল করে থাকেন। আর তা যদি হয় আল্লাহ্র ইবাদত পালনের জন্য, তাহ’লে সে দো‘আ কবুল হওয়ার জন্য আরো অগ্রগণ্য হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা দিয়েছেন, ادْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব’ *(গাফের ৪০/৬০)*।

৬. একাকী না ঘুমানো : একাকী ঘুমালে কোন কারণে জাগ্রত হ’তে না পারলে ছালাত ক্বাযা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আর শয়তান সব সময় চেষ্টা করে তাকে ছালাত থেকে বাধা প্রদান করতে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাকী ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الوِحْدَةِ أَنْ يَبِيْتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ ‘নবী (ছাঃ) একাকিত্ব থেকে নিষেধ করেছেন, একাকী রাত্রি যাপন করতে ও একাকী ভ্রমণ করতে (নিষেধ করেছেন)।[২৫]

৮. ঘুমানোর পূর্বে যাবতীয় অনর্থক কাজ হ’তে বিরত থাকা : বর্তমান মোবাইল ডিভাইসের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে সর্বদা আমরা এটা নিয়েই বেশী চিন্তিত। এমন কি ঘুমানোর পূর্বেও আমরা এর থেকে দূরে থাকতে পারিনা। একবার ডিভাইস হাতে নিলেই সময় কীভাবে পার হয়ে যায় সে দিকে আমাদের হুঁশ থাকে না। এসব ব্যবহারে প্রয়োজনীয় কাজের চেয়ে অনর্থক কাজই বেশী হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ ‘ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হ’ল, অনর্থক কর্মকাণ্ড পরিহার করা’।[২৬] তাই যে সকল বিষয় আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, সে সকল বিষয় থেকে আমাদের যথাসাধ্য দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

৯. এ্যালার্ম ব্যবহার করা : ফজরে জেগে ওঠার জন্য যে কোন বৈধ উপায় গ্রহণ করা যায়। বাড়ির অন্য সদস্যদের জাগিয়ে দিতে বলা বা ঘড়িতে এ্যালার্ম দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে মোবাইল ফোন সকলের হাতে হাতে। মোবাইলের এ্যালার্ম ব্যবহারের মাধ্যমে এর সুন্দর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রত্যেক সক্ষম পুরুষের উপর জামা‘আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। তাই কোনো ভাবেই যেন ফজরের ছালাত ক্বাযা না হয়, সে দিকে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত বিশেষ করে ফজর ছালাত যথা সময়ে জামা‘আতের সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

১৯. মুসলিম হা/৬৫৬; মিশকাত হা/৬৩০।
২০. আবুদাঊদ হা/৫০৪২, মিশকাত হা/১২১৫।
২১. বুখারী হা/৬৩১৬, মুসলিম হা/৭৬৩।
২২. বুখারী হা/৬৩১৯।
২৩. আহমাদ হা/২৬৫৯৩, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৭০৩৭।
২৪. নাসাঈ হা/১৭৪৭, ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৪, ছহীহুল জামে‘ হা/৫৯৪১, সনদ হাসান।
২৫. আহমাদ হা/৫৬৬০।
২৬. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩, মিশকাত হা/৪৮৩৯।

www.tawheederdak.com

ভুল থেকে আবিষ্কার

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন জিনিসই আবিষ্কার হয়েছে। প্রত্যেক আবিষ্কারকই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে গবেষণা চালান। তিনি কি আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন এবং তা করতে তার কি কি উপাদান লাগতে পারে, সেটা আগে থেকেই চিন্তা-ভাবনা করে রাখেন। যদিও সব ক্ষেত্রে একজন উদ্ভাবক সফলতা পান না, তবু তিনি কি আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন তা তার কাছে স্পষ্ট এবং সেই লক্ষ্যেই তিনি কাজ করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, যা আসলে আবিষ্কার করতে চাননি আবিষ্কারক। যা হওয়ার তা হয়েছে দুর্ঘটনাবশত।

১. পেনিসিলিন : আলেক্সাণ্ডার ফ্লেমিং তখন গবেষণা করেন লণ্ডনের সেন্ট মেরি হাসপাতালে। বিখ্যাত এই অণুজীব বিজ্ঞানীর গবেষণাগার ছিল খুবই নোংরা। ওই সময় তিনি কাজ করছিলেন স্ট্যাফাইলোকাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে। একবার সাপ্তাহিক ছুটিতে বাসায় চলে যাওয়ার আগে তিনি ব্যাকটেরিয়ার পাত্রগুলোকে একটি স্থানে সন্নিবেশিত করে রাখেন। অসাবধানতাবশত একটি পাত্র পড়ে যায় নোংরার মাঝে। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সালে ছুটি থেকে ফিরে ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন, নোংরায় পড়ে থাকা ওই পাত্রটি এক ধরনের ছত্রাকে আক্রান্ত হয়েছে। নমুনাটি অকাজে নষ্ট হ'ল ভেবে ফেলে দেবেন ভাবতেই তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, এ পাত্রের ব্যাক্টেরিয়াগুলো মারা গেছে; যেখানে অন্য পাত্রগুলোর ব্যাক্টেরিয়া স্বাভাবিক রয়ে গেছে। ফ্লেমিং আবিষ্কার করেন, ছত্রাকটি ছিল পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম প্রজাতির এবং এটি একাধিক প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়া নিধনে কাজ করে।

২. এক্স-রে : ক্যাথোড রে আবিষ্কার হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু গবেষকরা তখনও জানতেন না, এটি ব্যবহার করে মানবদেহের কঙ্কালের ছবি তোলা সম্ভব। ১৮৯৫ সালে জার্মান পদার্থবিদ উইলহেম রঞ্জন কালো কার্ডবোর্ডে ঢাকা গ্লাস টিউবে ক্যাথোড রশ্মি চালিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল গ্লাস থেকে ক্যাথোড রে বের হয় কি না তা দেখা। কিন্তু এ সময় তিনি লক্ষ্য করেন, যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার কয়েক ফুট দূরে এক ধরনের আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। তিনি ধারণা করলেন, কার্ডবোর্ড কোথাও ফেটে গিয়ে হয়ত আলো বের হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখলেন, কার্ডবোর্ড ফেটে নয়, বরং কার্ডবোর্ড ভেদ করে রশ্মি বের হচ্ছে। হঠাৎ তার মাথায় এলো, যে রশ্মি কার্ডবোর্ড ভেদ করতে পারছে- তা মানবদেহ কেন পারবে না? তিনি তার স্ত্রীর হাত সামনে রেখে পরীক্ষা চালালেন এবং মানবদেহের কঙ্কালের ফটোগ্রাফিক ইমেজ তৈরীতে সক্ষম হলেন। পরে তিনি এর নাম দেন এক্স-রে।

৩. পেসমেকার : আমেরিকান প্রকৌশলী উইলসন গ্রেটব্যাচ একটি ডিভাইস তৈরী করেছিলেন, যা দ্বারা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন রেকর্ড করা যেত। একবার ভুলবশত যন্ত্রটিতে অন্য একটি রেজিস্টার লাগানো হ'লে গ্রেটব্যাচ দেখতে পান, যন্ত্রটি একবার স্পন্দিত হয়ে থেমে আবার স্পন্দন দিচ্ছে। গ্রেটব্যাচের মনে হ'ল, এটি মানুষের হৃদস্পন্দনের অনুরূপ। পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন, তিনি যা ভেবেছিলেন তা-ই ঠিক। তৈরী করলেন প্রথম ইমপ্লানটেবল কার্ডিয়াক পেসমেকার, যা বাঁচিয়ে দিচ্ছে লাখ লাখ দুর্বল হার্টের রোগীকে।

৪. মাইক্রোওয়েভ ওভেন : মাইক্রোওয়েভ ওভেন বিশ্বের একটি অন্যতম জনপ্রিয় গৃহস্থালি যন্ত্র। কিন্তু কীভাবে আবিষ্কৃত হ'ল চমৎকার এই যন্ত্রটি তা খুব কম লোকই জানে। সম্পূর্ণ এক আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে বিজ্ঞান পেয়েছিল 'মাইক্রোওয়েভ ওভেন'। ১৯৪৫ সালে আমেরিকান প্রকৌশলী পার্সি লেবারন স্পেন্সার কাজ করছিলেন ম্যাগনিট্রনস ডিভাইস নিয়ে। এ ডিভাইস কাজে লাগত রাডারে মাইক্রোওয়েভ রেডিও সংকেত তৈরীর জন্য। কাজ করার প্রয়োজনে একটি চালু ডিভাইসের সামনে দাঁড়ানোর সময় স্পেন্সারের পকেটে ছিল চকোলেট বার। এ সময় তিনি টের পান, চকোলেটটি গলে গেছে। স্পেন্সার ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও মাইক্রোওয়েভ যে এর পিছনে কাজ করেছে- তা আন্দাজ করতে পারলেন। তিনি দ্রুত কিছু পপকর্ন এনে ডিভাইসটির সামনে রাখলেন। ফটফট শব্দ তুলে দ্রুতই রুমে ছড়িয়ে পড়ল পপকর্ন। স্পেন্সারের বুঝতে বাকি রইল না, হঠাৎ করে নিজের অজান্তেই তিনি মাইক্রোওয়েভ ওভেন আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ১৯৬৭ সাল থেকে মাইক্রোওয়েভ ওভেন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়। এখন তো পৃথিবীজুড়ে মাইক্রোওয়েভ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্র।

৫. পটেটো চিপস : জনপ্রিয় এ খাবারটি তৈরী হয়েছে কিছুটা ভুল আর কিছুটা ক্ষোভবশত। আমেরিকার সারাটোগা স্প্রিংস শহরের এক হোটেলের বাবুর্চি ছিলেন জর্জ ক্রোম। ১৮৫৩ সালের ২৪শে আগস্ট রাতে তার এখানে এক খদ্দের এসে আলু ভাজার অর্ডার দেন। সরবরাহ করার পর ভদ্রলোক তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন যে, আলুগুলো খুব বেশী মোটা করে কাটা হয়েছে এবং এগুলো খুব বেশী আর্দ্র। আবার সরবরাহ করার পর খদ্দের একই অভিযোগ করেন এবং বলেন, খাবারে লবণও কম দেয়া হয়েছে। ম্যানেজারের ভর্ৎসনা শুনে ক্ষেপে যান বাবুর্চি ক্রোম। তিনি এবার কাগজের মতো পাতলা করে আলুগুলো কাটলেন ও কড়া করে তেলে ভাজলেন, যাতে খদ্দের কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে না পারেন। সবশেষে আলু

ভাজার ওপর ছড়িয়ে দিলেন মাত্রাতিরিক্ত লবণ। খদ্দেরকে শায়েস্তা করাই ছিল ক্রোমের উদ্দেশ্য। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল, নিমিষেই আলু ভাজা সাবাড় করে ফেললেন ভদ্রলোক। অর্ডার দিলেন আরও এমন আলুভাজা নিয়ে আসার জন্য। এভাবেই জন্ম নিল মুখরোচক পটেটো চিপসের।

৬. স্যাকারিন : জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে খনিজ আলকাতরা নিয়ে গবেষণা করছিলেন ইরা রেমসন ও সি ফাহালবার্গ। ১৮৭৮ সালে একদিন কাজ করে ক্ষুধার্ত রেমসন ও ফাহালবার্গ খেতে বসলেন। তড়িঘড়ি খেতে বসায় হাত ধুতে ভুলে গেলেন ফাহালবার্গ। খাওয়ার সময় তিনি টের পেলেন, খাবার মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। রেমসনকে এ ব্যাপারে জানালে দু'জনই টের পেলেন, যে পদার্থ নিয়ে তারা গবেষণা করছেন, তা থেকে কৃত্রিম চিনি জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব। পরে ফাহালবার্গ এটির নাম দেন স্যাকারিন।

৭. সুপার গ্লু : স্বচ্ছ প্লাস্টিক আবিষ্কারের জন্য সিয়ানোএক্রিলেটস নিয়ে ১৯৪২ সালে কোডেক ল্যাবরেটরিসে কাজ করছিলেন ড. হ্যারি কুভার ও তার সহকারী ফ্রেড। তখন তিনি দেখতে পান, নতুন তৈরী হওয়া পদার্থটি খুব বেশী আঠালো এবং তা সবকিছুতেই শক্তভাবে লেগে যাচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় ভেবে প্রকল্পটি বাতিল করলেন কুভার। এর ঠিক ছয় বছর পর আবার একদিন কুভার কাজ করছিলেন বিমানের ককপিটের ওপর স্বচ্ছ আচ্ছাদন তৈরীর জন্য। এক্ষেত্রেও তিনি সিয়ানোএক্রিলেটস ব্যবহারে একই সমস্যায় পড়েন। কোনো তাপ বা চাপ ছাড়াই এটি খুব বেশী আঠালো লাগছিল কুভারের কাছে। এবার আর ভুল করলেন না কুভার। প্রকল্পটি বাতিল না করে দু'টি গ্লাসকে সিয়ানোএক্রিলেটস দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে সফল হলেন। ১৯৫৮ সালে সুপার গ্লু নামে বাজারে ছাড়লেন নতুন এ আঠা।

৮. রান্নাঘরে নন-স্টিক প্যান : রান্নাঘরে নন-স্টিক প্যানের ব্যবহার আমাদের সকলেরই জানা। এই আবিষ্কারের পিছনে রয় প্লাঙ্কেটের অবদান রয়েছে। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য রান্না করার পাত্র তৈরী ছিল না। উন্নতমানের ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বানাতে চেয়েছিলেন তিনি। তার পরিবর্তে উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট পদার্থ তৈরী করে ফেলেন। এই নতুন আবিষ্কার কী কাজে লাগতে পারে তা ভাবতে গিয়ে বানিয়ে ফেলেন নন-স্টিক প্যান।

৯. দেশলাই : ১৮২৬ সালে জন ওয়াকার নামে এক ব্রিটিশ রসায়নবিদ ভুল করে দেশলাই আবিষ্কার করে ফেলেন। তার গবেষণাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে একটি কাঠের টুকরো মিশে যায়। পরে তাতে ঘষা লাগায় হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে। এই ঘটনা দেখেই তিনি দেশলাই আবিষ্কারের পরিকল্পনা করেন।

১০. সেফটি গ্লাস : ১৯০৩ সালে এডওয়ার্ড বেনেডিক্টাস নামের এক রসায়নবিদ গবেষণাগারে কাজ করতে গিয়ে তার হাত থেকে হঠাৎ করে একটি কাঁচ মেঝেতে পড়ে যায়। তিনি ভাবেন, কাচটি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি দেখলেন, কাচের কোনো ভাঙা টুকরো মেঝেতে পড়ে নেই। কাচটি একেবারে আস্ত অবস্থাতেই রয়েছে। কাচের মধ্যে সামান্য ফাটল ধরেছে মাত্র। কাঁচের আকারেও কোন পরিবর্তন আসেনি। এর কারণ পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন, কাচের মধ্যে ভুলবশত সেলুলোজ নাইট্রেট পড়ে যায়। সেই মিশ্রণের কারণেই কাঁচের এই বদল। এই ঘটনা থেকেই তিনি সেফটি গ্লাস আবিষ্কার করেন যা পড়ে গেলেও ভাঙবে না। এছাড়া এটি গুলি প্রতিরোধক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

১১. ক্লোরোফর্ম : ক্লোরোফর্ম আবিষ্কারের পূর্বে রোগীদের অস্ত্রোপচার করার জন্য চেতনা-নাশক হিসেবে কিছু ব্যাবহার করা হ'ত না। অর্থাৎ রোগীকে অজ্ঞান না করেই অপারেশন করা হ'ত। তবে ১৮৪৭ সালে ক্লোরোফর্ম আবিষ্কারের পরে অস্ত্রপ্রচার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চেতনা নাশক হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়। স্যার জেমস ইয়ং সিম্পসন চেতনা-নাশক নিয়ে দীর্ঘ গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। ১৮৪৭ সালের কোন একদিন এডিনবার্গে নিজ বাড়ীতে আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে আলাপচারিতার ফাঁকে তার মনে হ'ল নিজের আবিষ্কার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? তিনি একটি শিশিতে করে ক্লোরোফর্ম অতিথিবৃন্দের সামনে আনলেন। তারপর আর কারো কিছু মনে নেই! হুঁশ ফিরল পরদিন সকালে, এদিকে অতিথিরা একেকজন বেহুঁশ হয়ে এদিক ওদিক পড়ে আছেন। শুরুতে তিনি ভয়ই পেয়ে গেলেন। পরে সবার জ্ঞান ফিরলে আশ্বস্ত হন।

যদিও পরবর্তীতে এমন বিপজ্জনক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন তিনি। কারণ বর্ণহীন এই যৌগটি খোলা জায়গায় রেখে দিলে উড়ে যেতে থাকে। বাতাসে ক্লোরোফর্মের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে গেলে তা মারাত্মক ক্ষতিকর। যেহেতু এটি সরাসরি স্নায়ুর ওপর ক্রিয়া করে, তাই বেশী পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করলে মাথাব্যথা থেকে শুরু করে কিডনি ও লিভারের স্থায়ী সমস্যা তৈরী হ'তে পারে। সিম্পসন অবশেষে ১৯৪৭ সালে এই আবিষ্কারের কথা সবাইকে জানান এবং মাত্র তিন বছরের মাথায় শুরু হয়ে যায় রোগীদের অপারেশনের বেলায় অজ্ঞান করার কাজে আন্ত র্জাতিকভাবে ক্লোরোফর্মের ব্যবহার।

১২. ডিনামাইট : আসসিয়ানো সোব্রেরো নামটি অনেকেরই কাছে অপরিচিত। বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ আবিষ্কারে এই লোকটির অনেক অবদান রয়েছে। তিনি ১৮১২ সালে ইতালির ক্যাসালে মনফেরাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পেশায় ছিলেন একজন রসায়নবিদ। ১৮৪০-এর দশকে প্যারিসের একটি পরীক্ষাগারে কাজ করার সময় তিনি নাইট্রোগ্লিসারিন নামে একটি পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন, যা ছিল একটি তৈলাক্ত এবং অত্যন্ত বিস্ফোরক তরল। কিন্তু সোব্রেরো তা আবিষ্কারের সম্ভাব্য বাণিজ্যিক ব্যবহার দেখে

যেতে পারেন নি। তবে সেই কাজটি করে দেখাতে পেরেছেন অ্যালফ্রেড নোবেল নামের একজন সুইডিশ কেমিস্ট।

আসসিয়ানো সোব্রেরো আবিষ্কৃত বিস্ফোরক তরলটি অত্যন্ত বিপজ্জনক হওয়ায় সেটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার মত কোন পরিস্থিতি তখন তৈরী হয়নি। তাই নোবেল ভাবলেন, তিনি যদি কোনোভাবে এই পদার্থটিকে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেন, তাহ'লে তৎকালীন গতানুগতিক বিস্ফোরকের একটি ভালো ও কার্যকর বিকল্প তৈরী করতে সক্ষম হবেন।

পড়াশোনা শেষ করার পর, আলফ্রেড এটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তবে এই গবেষণা চালাতে তাকে বেশ চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। একবার গবেষণা চলাকালে তার কারখানায় এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কয়েকজন শ্রমিক সহ তার ভাই 'এমিল' মারা যায়। ভাইয়ের মৃত্যুতে নোবেল ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন। এই ঘটনার পর আলফ্রেড নোবেল নিরাপদভাবে বিস্ফোরণ ঘটানোর উপকরণ আবিষ্কারের জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। তবে তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত আবিষ্কারটি দেখা দেয় আরেকটি দুর্ঘটনার মাধ্যমে।

একবার নাইট্রোগ্লিসারিন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার সময় নোবেল দেখেন একটি পাত্র ছিদ্র হয়ে খুলে গেছে। দেখা গেল পাত্র মোড়ানো ছিল যে জিনিসটি দিয়ে সেটি ভয়াবহ বিস্ফোরক নাইট্রোগ্লিসারিনকে খুব ভালোভাবে শোষণ করেছে। কিয়েসেলগার নামে এক ধরনের পাললিক শিলার মিশ্রণ দিয়ে পাত্রগুলো মোড়ানো ছিল। নাইট্রোগ্লিসারিন যেহেতু তরল অবস্থায় খুব বিপদজনক, তাই নোবেল সিদ্ধান্ত নেন এই কিয়েসেলগারকে তিনি বিস্ফোরকের স্ট্যাবিলাইজার হিসাবে ব্যবহার করবেন। ১৮৬৭ সালে নোবেল তার আবিষ্কৃত নিরাপদ কিন্তু মারাত্মক শক্তিশালী এই বিস্ফোরকটি 'ডিনামাইট' নামে আবিষ্কার করেন।

১৩. কৃত্রিম রঙ : ১৮ বছর বয়সী উইলিয়াম পারকিন লণ্ডনে একজন ল্যাব সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। তাকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইন তৈরীর একটি নতুন উপায় আবিষ্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৮৬৪ সালের দিকে তিনি যখন এটি নিয়ে কাজ করছিলেন, তখন একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে ব্যবহৃত বিকারের নীচে একটি শক্তিশালী বেগুনি থকথকে পদার্থ দেখতে পেলেন। এটি ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে পারকিন এটি পরীক্ষা করেছিলেন এবং শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি একটি কৃত্রিম রং তৈরী করেছেন যা অন্যান্য প্রাকৃতিক রঙ এর চেয়ে বেশি জীবন্ত।

১৪. তেজস্ক্রিয়তা : আমরা জানি, হেনরি বেকরেল তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। তবে তার এই আবিষ্কার কিন্তু খানিকটা অজ্ঞতাবশেই হয়ে গেছে। মূলত কিছু মৌল আছে যাদের নিউক্লিয়াসের অস্থিতিশীলতার জন্য বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে। আর একেই তেজস্ক্রিয়তা বলে। ১৮৯৬ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী হেনরি বেকেরেল ইউরেনিয়াম স্ফটিক নিয়ে একটি পরীক্ষা করছিলেন। তিনি এই স্ফটিকটি রোদে রাখেন এবং তারপর একে কালো কাগজে মুড়িয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর রাখেন। তার উদ্দেশ্য ছিল যে ইউরেনিয়াম স্ফটিকটি সূর্য থেকে শক্তি নিয়ে তা এক্স-রে হিসাবে নির্গত করবে। কিন্তু ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারী প্যারিসের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় তিনি তার এই পরীক্ষাটি প্রমাণ করে দেখাতে পারেন নি। কিন্তু যখন তিনি ইউরেনিয়াম স্ফটিকটি বের করেন, তিনি দেখতে পান যে সূর্যের আলো বা অন্য কোন বাহ্যিক শক্তির সরবরাহ ছাড়াই স্ফটিক থেকে কোন বিকিরণ হয়েছে যা ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছোপছোপ দাগ সৃষ্টি করেছে, যার কারণ হিসেবে দায়ী ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা।

উপসংহার : বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো থেকে যে আমরা কেবল কিছু মজার গল্প জেনেছি তা নয়। বরং একটি চমৎকার শিক্ষাও পেয়েছি। তা হ'ল মানুষের কাজ কোন কিছু করার চেষ্টা করা। ফলাফল আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করবেন। আপনি যা করতে চেয়েছিলেন তার থেকে ভালো কিছুও হয়ে যেতে পারে। তাই প্রত্যেক ব্যর্থতার পর হতাশাকে দূরে ঠেলে নতুন করে শুরু করতে হবে। আর ভুল করে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতি নযর বুলাতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

সোনামণি প্রতিভা

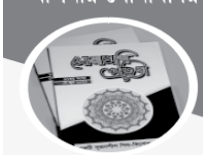

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

www.tawheederdak.com

মুহাম্মাদ হাসান আল-দোদো

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[মুহাম্মাদ হাসান আল-দোদো (৬১)। তিনি আশ-শানক্বিতী নামেও ব্যাপক পরিচিত। তিনি একজন মৌরিতানীয় সালাফী বিদ্বান, লেখক, গবেষক, কবি ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি মৌরিতানিয়ার ওলামা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সভাপতি এবং আবদুল্লাহ বিন ইয়াসীন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। তিনি দেশটির 'সেন্টার ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব স্কলার্সে'র প্রধান। ২০১৪ সালে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং বর্তমানে এর সদস্য। তিনি সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও দাওয়াতী সম্মেলনে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার পঞ্চাশটিরও বেশি দেশ সফর করেছেন।]

জন্ম ও পরিচয় : মুহাম্মাদ হাসান আল-দোদো ১৯৬৩ সালের ৩১শে অক্টোবর মৌরিতানিয়ার রাজধানী নোয়াকচোট থেকে ১৫০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত বুটিলিমিট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষিত পরিবারে বেড়ে ওঠেন। তার নানা মুহাম্মদ আলী 'আদূদ ছিলেন দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম। তার মামা মুহাম্মাদ সালেম 'আদূদও একজন নামকরা আলেম ছিলেন।

শিক্ষা জীবন : মুহাম্মাদ হাসান আল-দোদো তাঁর পিতা-মাতার কাছে ৫ বছর বয়সে কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ৭ বছর বয়সে কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তিনি তার মায়ের কাছে কুরআনের দশ ক্বিরাআত অধ্যয়ন করেছিলেন। অতঃপর তিনি নানা মুহাম্মদ আলী আদূদের সংস্পর্শে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন শুরু করেন এবং ১৯৮২ সালে নানার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার কাছেই ছিলেন।

১৯৮৬ সালে তিনি নোয়াকচট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন এবং উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৯৮৮ সালে নোয়াকচটে অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি রিয়াদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ লাভ করেন। সেখানে তিনি শরী'আহ অনুষদের তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সুনামের সাথে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'ইসলামী আইনশাস্ত্রে বিচারকদের অবদান'।

বিভিন্ন দেশের আলেমদের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন ও সনদ সংগ্রহ করা তার একটি নেশা ছিল। তার হাদীছশাস্ত্রের শিক্ষকদের মধ্যে সঊদী আরবের শায়খ মুহাম্মাদ ইয়াসীন ফাদানী ও শায়খ সুলায়মান লাহীবী, মিশরের মুহাম্মাদ আবু সানাহ, সিরিয়ার শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবুল গুদ্দাহ, মরক্কোর মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু ছিদ্দীক আল-গুমারী, ইয়েমেনের কাযী মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-উমরানী, ভারতের আবুল হাসান ইবনু আব্দুল হাই নাদভী ও শায়খ নেমাতুল্লাহ দেওবন্দী অন্যতম।

কর্ম জীবন : কর্মজীবনে শায়খ মুহাম্মাদ হাসান নোয়াকচটে মৌরতানিয়া ওলামা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত হন। যেখানে ইসলামী শরীআতের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী আলেম তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে ৫২টি বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ আলেমগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। একই সাথে তিনি নোয়াকচটের মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইয়াসীন বিশ্বকবদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি মৌরিতানিয়ার ফিউচার সোসাইটি ফর কালচার অ্যান্ড এডুকেশনে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারসের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বর্তমানে এর একজন সক্রিয় সদস্য।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ : মুহাম্মাদ হাসান আল-দোদো অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল (১) ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলার্সের বোর্ড অফ ট্রাস্টির সম্মেলন। (২) মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের ফিক্বহ সম্মেলন। (৩) ইসলামী আইনশাস্ত্র একাডেমীর ফিক্বহ সম্মেলন। (৪) ইয়েমেনের আল-ঈমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান। এছাড়া তিনি আরব ও ইসলামী বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে এবং ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকাতে বক্তৃতা দেন। তিনি সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও দাওয়াতী সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিশ্বের পঞ্চাশটিরও বেশি দেশ সফর করেছেন।

গ্রন্থ রচনা : শায়খ মুহাম্মাদ হাসান আল-দোদো বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হ'ল : (১) মুখাত্ববাতুল কুযাত ফীল ফিক্বহীল ইসলামী। (২) মুক্বাওয়িমাতুল উখুওয়াতুল ইসলামিয়াহ। (৩) মুশাহাদুল হাজ্জ্ব ওয়া আছারুহা ফী যিয়াদাতিল ঈমান। (৪) কিতাবু মুহাব্বাতিন নবী (ছাঃ)। (৫) কিতাবু ফিক্বহিল খিলাফ। (৬) শারহু ওয়ারাকাতি ইমামিল হারামায়ন ফীল উছূল। (৭) কিতাবুল ইয়াওমিল আখের : মুশাহাদ ওয়া হিকাম। (৮) আত-তাকফীর : শুরূতুহু ওয়া যাওয়াবিতুহু ওয়া আখত্বারুহু ওয়া মাযালিকুহু।

এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইলেকট্রিক মিডিয়াতেও বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক সময় দিয়ে যাচ্ছেন। শুধুমাত্র ইউটিউবেই তার ৭ হাযারের অধিক ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। তিনি ফিলিস্তীনী ভাইদের স্বাধীনতার জন্য আরব নেতাদের প্রতি জোরালোভাবে কিছু করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছেন। সম্প্রতি তিনি আল-জাযীরায় একটি সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন। তিনি ২০১২ সালে হামাসের ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিছুটা ইখওয়ানী ভাবধারা এবং বিভিন্ন অপ্রচলিত ফৎওয়ার কারণে তিনি বিতর্কিতও হয়েছেন অনেকবার। আল্লাহ যেন এই বিদ্বানকে রক্ষা করুন এবং দ্বীনের খেদমতে উত্তরোত্তর আরো ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

মার্কিন লেখক জেফরী শন কিং-এর ইসলাম গ্রহণ

[জেফরী শন কিং ১৯৭৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর কেনটাকির ফ্র্যাঙ্কলিনে জন্মগ্রহণ করেন। কিং জর্জিয়ার আটলান্টার মোরহাউস কলেজ থেকে স্নাতক এবং অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি একজন আমেরিকান লেখক ও মানবাধিকার কর্মী। তিনি ছোটবেলায় বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন। এজন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' নিয়েও কাজ করেন। গত ৭ই অক্টোবর'২৩ গাযাবাসীর ওপর শুরু হওয়া ইস্রাঈলের পৈশাচিক হামলার নিন্দা জানিয়ে অনবরত পোস্ট করে আসছেন তিনি। পাশাপাশি মার্কিন এই লেখক শুরু থেকেই ইস্রাঈলের এই গণহত্যা বন্ধ ও ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডের স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে আসছেন।]

গত ১১ই মার্চ ২০২৪ সোমবার আরব দেশগুলোতে পবিত্র রামাযান মাসের প্রথম দিনই মার্কিন লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট শন কিং ও তার স্ত্রী ইসলামে প্রবেশের ঘোষণা দেন। সোমবার ইনস্টাগ্রামের লাইভে তারা কালেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের কালেমা পাঠ করিয়েছেন শনের ১০ বছরের পুরনো বন্ধু ও মার্কিন মুসলিম স্কলার ওমর লায়মানী। তাদের ইসলাম গ্রহণের সময়কার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পর শন বলেছেন, তিনি ও তার স্ত্রী ফিলিস্তীনীদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া পোস্টের ক্যাপশনে শন কিং লিখেছেন, 'মাত্রই টেক্সাসের ডালাসে অবস্থিত আমাদের বাসভবনের পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে ফিরলাম। সেখানে কয়েকজনের উপস্থিতিতে আমরা শাহাদাহ পাঠ করেছি এবং রামাযানের শুরুতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তিনি আরো লিখেছেন, 'এই দিনটি খুব সুন্দর ও শক্তিশালী ছিল। আর আমাদের জীবনের জন্য ছিল খুবই অর্থবহ। আমরা কখনো কিছুতেই দিনটি ভুলতে পারব না।

শন ফিলিস্তীনের গাযাবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে গাযাবাসীর পোহানো গত ৬ মাসের দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা রয়েছে। এ সময় তিনি ফিলিস্তীনীদের তৈরী কেফিয়াহ রুমাল পরা ছিলেন। শন বলেন, এটি আমার হৃদয়কে আরও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর ও ট্রমাটিক জায়গা, যেখানে শুধু ধ্বংসস্তূপ আর বেঁচে যাওয়া পরিবারের সদস্যরা ছাড়া আর কিছুই নেই, সেখানে থেকেও মানুষ কীভাবে জীবনের অর্থ ও লক্ষ্য খুঁজে পায়!

গাযার চলমান ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'গাযার প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে আমার হৃদয় জড়িয়ে আছে। আমি অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি যে, গাযার হাযার হাযার পরিবারের জন্য রাতের খাবারের (ইফতার-সাহারীর) ব্যবস্থা করতে পারছি। অবশ্যই এটি রামাযানের প্রতিটি দিনই চালু রাখব'। শন আরও বলেন, ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও আন্তরিকতা শুধু আমারই নয়, বরং বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের হৃদয়কেই প্রশস্ত করেছে।

ছোটবেলা থেকেই ঘৃণামূলক অপরাধের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন শন। তিনি নাগরিক ও মানবাধিকার, জাতিগত সম্পর্ক, পুলিশী বর্বরতা, নির্বিচারে ধরপাকড় এবং আইন প্রয়োগকারীদের অসদাচরণের মতো বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন। এছাড়াও শন দৈনিক কস, নিউ ইয়র্ক ডেইলি নিউজ এবং দ্য ইয়াং তুর্কসের মতো মিডিয়া আউটলেটগুলোতে নিয়মিত লিখেন।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

সততার ফল

-মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

শায়খ আলী তানতাভী তার স্মৃতিচারণের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, দামেস্কে একটি বড় মসজিদ রয়েছে, যাকে তওবার মসজিদ বলা হয়। তওবার মসজিদ নামকরণের একটি ইতিহাস আছে। এখানে পূর্বে একটি সরাইখানা ছিল। যেখানে সব ধরনের পাপ কাজ অবাধে চলত। হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে আইয়ূবী সুলতান আশরাফ মূসা সরাইখানাটি কিনে নেন। অতঃপর ৬৩২ হিজরীতে সেটি ভেঙ্গে তদস্থলে মসজিদ নির্মাণ করেন। গোনাহগার বান্দা যেমন তওবা করে সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়, পাপিষ্ঠদের আড্ডাখানাও যেন তদ্রুপ তওবা করে নেককারদের ইবাদত গৃহে পরিণত হ'ল। সম্ভবত একারণে একে তওবার মসজিদ বলা হয়।

মসজিদটিতে প্রায় সত্তর বছর যাবৎ শায়খ সালীম আস-সুয়ূতী নামে একজন আলেম ছিলেন। আশেপাশের লোকেরা তাঁকে খুবই সম্মান করত এবং ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে পরামর্শের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হ'ত। তিনি সেখানে ইমামতি করতেন এবং জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদের দারস দিতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হতদরিদ্র অথচ অতি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন যুবক ছিল। সে মসজিদের সাথে একটি কক্ষে থাকত। কিন্তু সেখানে তার খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে অধিকাংশ দিন তাকে অনাহারে বা অর্ধাহারে কাটাতে হ'ত।

একবার এমন হয়েছিল যে, দুদিন যাবৎ সে কিছুই খেতে পায়নি। তার কাছে কোন খাদ্য ছিল না। খাদ্য কেনার মত পয়সাও তার ছিল না। আবার অধিক আত্মমর্যাদাবোধের কারণে কারো কাছে চাইতেও পারছিল না। এভাবে তৃতীয় দিনে উপনীত হ'লে তার মনে হ'তে লাগল, ক্ষুধার জ্বালায় সে মারা যাবে। সে কী করবে বুঝতে পারছিল না। সে চিন্তা করল, এমতাবস্থায় শরী'আত তাকে মৃত প্রাণীর গোশত খেতে বা সামান্য খাদ্য চুরি করতেও অনুমতি দেয়। তানতাভী বলেন, এটি একটি বাস্তব ঘটনা। এর সাথে জড়িত লোকদের আমি চিনি। এখানে আমি শুধু ঘটনাটি বর্ণনা করছি। তার চিন্তাটি সঠিক ছিল নাকি ভুল ছিল তা বিচার করছি না।

মসজিদটি একটি পুরনো পাড়ায় ছিল, যেখানে ঘরগুলি খুব কাছাকাছি ছিল। ঘরের ছাদগুলি একটি আরেকটির সাথে এমনভাবে মিলে ছিল যে, কেউ ছাদের উপর দিয়ে হেঁটে পাড়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেতে পারত। যুবকটি তার চিন্তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মসজিদের ছাদে উঠে গেল। সেখান থেকে খাবারের সন্ধানে বিভিন্ন বাড়ির ছাদে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। প্রথম বাড়িতে কয়েকজন নারীকে দেখে সে তার দৃষ্টি নিচু করে নিল। অতঃপর চলে গেল পাশের বাড়িতে। বাড়িতে সে কাউকে দেখতে পেল না। উপরন্তু সেখান থেকে ভেসে আসছিল রান্না তরকারীর সুঘ্রাণ, যা তার ক্ষুধার্ত পেটে জ্বলন্ত আগুনে ঘিয়ের ন্যায় কাজ করল। ফাঁকা বাড়ির নীরবতা আর তরকারীর ঘ্রাণ তাকে চুম্বকের মত টেনে নিল বাড়ির ভিতরে।

সে ছাদ থেকে এক লাফে নীচে নামল। পরের লাফে উঠে গেল ঘরের বারান্দায়। তারপর ঘরে ঢুকে খুঁজে নিল ঢাকনা দেওয়া তরকারীর পাতিল। পাত্রের ঢাকনা খুলে সে পাতিল ভর্তি বেগুন দেখতে পেল। প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে সে গরম ঠাণ্ডা পরখ না করেই সেখান থেকে একটি বেগুন তুলে কামড় বসিয়ে দিল। কিন্তু না, সে পুরো বেগুনটি খেতে পারল না। তার বিবেক ও ঈমান জাগ্রত হয়ে তাকে খাওয়া থেকে বারণ করল। সে মনে মনে বলল, আঊযুবিল্লাহ। আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি একজন মসজিদে অবস্থানকারী তালেবে ইলম। আমি অন্যের ঘরে ঢুকে চুরি করছি! সে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং হাতের আধখাওয়া বেগুনটি রেখে দ্রুত সেখান থেকে ফিরে গেল। ছাদ থেকে নেমে সে প্রতিদিনের ন্যায় মসজিদে শায়খের দারসে বসে পড়ল। কিন্তু তীব্র ক্ষুধার কারণে সে দারসে মনোনিবেশ করতে পারছিল না। সে শায়খের সব কথা শুনলেও কিছুই বুঝতে পারল না।

দারস শেষে অন্য ছাত্ররা চলে গেলে সে মসজিদের এক কোণে বসে রইল। তখন শায়খের কাছে একজন বোরখা পরা মহিলা আসল। উল্লেখ্য যে, সেযুগে দামেস্কে এমন কোন মহিলা ছিল না, যে পর্দা করত না। মহিলাটি শায়খের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলছিল। যুবকটি একটু দূরে বসে তাদের কথোপকথন দেখছিল। কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ পর শায়খ এদিক ওদিক তাকালেন। সেখানে আর কাউকে দেখতে না পেয়ে তাকে কাছে ডাকলেন। ছেলেটি ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও অনুগত। ডাকা মাত্রই সে শায়খের

খেদমতের জন্য হাযির হল। শায়খ বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? ছেলেটি লজ্জায় কিছু বলতে পারল না। চুপচাপ বসে থাকল। শায়খ তাকে আবার বললেন, বল, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? সে বলল, উস্তাদযী! আল্লাহর কসম, আমার কাছে একটা রুটির দামও নেই। তাহলে আমি বিয়ে করব কীভাবে? শায়খ বললেন, এই মহিলা আমাকে বলল যে, তার স্বামী মারা গেছেন এবং সে এই শহরে একজন অপরিচিতা নারী। এখানে তার কেউ নেই। এমনকি একজন বৃদ্ধ চাচা ছাড়া এই পৃথিবীতেই তার আর কেউ নেই। সে তার চাচাকে সাথে নিয়ে এখানে এসেছে। অতঃপর তিনি মসজিদের কোণায় বসে থাকা এক বৃদ্ধের দিকে ইশারা করলেন।

শায়খ আরো বললেন, সে তার স্বামীর উত্তরাধিকারসূত্রে একটি বাড়ি এবং কিছু সম্পত্তি পেয়েছে। এখন সে এমন একজন পুরুষকে খুঁজছে, যে তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বিয়ে করবে। যে তাকে সঙ্গ দিবে এবং মন্দ লোকদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। এখন কি তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর শায়খ মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবে? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর শায়খ মহিলাটির চাচা ও দু'জন সাক্ষী ডেকে বিবাহ সম্পাদন করলেন এবং তিনি ছাত্রের পক্ষ থেকে মোহর পরিশোধ করলেন।

বিবাহ শেষ করে মহিলাটি তার নতুন স্বামীর হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িতে প্রবেশ করে যুবকটি প্রথমবার তার নতুন স্ত্রীর রূপ ও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হ'ল। সে আরো আশ্চর্য হ'ল যখন বুঝতে পারল, এটা সেই বাড়ি যেখানে সে কিছুক্ষণ আগে খাবারের সন্ধানে ঢুকেছিল। তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিছু খেয়েছেন? অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও লজ্জায় সে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু মহিলাটি বুঝতে পারল, সে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত।

মহিলাটি তাকে খাবার দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। পাতিলের ঢাকনা খুলে সে দেখল, একটি বেগুন এক কামড় খাওয়া। সে চমকে উঠে বলল, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! আমরা ঘরে আসার আগে কেউ ঘরে ঢুকে বেগুন খেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! সে পুরোটা বেগুন খায়নি। এক কামড় খেয়ে চলে গেছে। তখন ছেলেটি কেঁদে উঠে জানাল, এই বেগুন অন্য কেউ নয় তার নববিবাহিত স্বামীই খেয়েছে। অতঃপর সে তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলল। মহিলাটি বলল, এটি সততার ফল। আপনি একটি হারাম বেগুন খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। ফলে আল্লাহ আপনাকে হালালভাবে এই পুরো ঘর এবং ঘরের অধিবাসীসহ সবকিছু দান করেছেন।

শিক্ষা : গল্পের শিক্ষাটি গল্পের শেষ তিন লাইনে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সৎ মানুষকে খালি চোখে নিরেট বোকা মনে হ'লেও সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। হারাম উপার্জনের সামান্য লোভ সংবরণ করতে পারলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বিরাট প্রতিদান লাভ করা যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন, اللّٰهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দিয়ে যথেষ্ট কর ও তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের মুখাপেক্ষীহীন কর' *(তিরমিযী হা/৩৫৬৩)*।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

বাবার শেখানো লাইফলাইন

-আব্দুল কাদের

বাবার সাথে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ব্যাংকে বসে আছি। খুবই বিরক্ত লাগছে। ম্যানেজার ছাহেব এখনো আসেননি। দশটায় তার আসার কথা। এখন সাড়ে দশটা বাজে। তিনি এসে ক্যাশ খুলে টাকা বের করলেই সবাই টাকা পাবে। তাই চেকের অর্ধাংশ হাতে নিয়ে আমাদের মত আরো আট-দশজন দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা রাগ করেই বললাম, বাবা! এখন অনলাইনের যুগে কেউ ব্যাংকে এসে এভাবে লাইন ধরে? কতবার বলেছি অনলাইন ব্যাংকিংটা শিখে নেও। তাহলে ঘরে বসেই তুমি ভাইয়াকে টাকাটা পাঠাতে পার। গরমে এখানে এসে লাইন ধরে বসে থাকতে হয় না। কিন্তু তুমি তো আমার কথা শুনবে না। প্রতি মাসের এক তারিখ তোমাকে এসে এই লাইন ধরতে হবে। আবার সাথে আমাকেও নিয়ে আসবে।

বাবা বললেন, অনলাইন শিখলে কী হবে? আমাকে আর ঘরের বাইরে বের হ'তে হবে না? বললাম, না, কোন দরকারই নাই। এখন তো অনলাইনে কেনাকাটাও করা যায়। রোদে মাছ বাজার, সবজি বাজার ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করতে হয় না। কত সময় বেঁচে যায়! এরপর বাবা যা বললেন তাতে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। বাবা বললেন, এত সময় বাঁচিয়ে আমি কী করব? সারাদিন একা একা বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগে? বের হ'লে কত পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হয়, সুখ-দুঃখের কথা হয়। বিপদের সময় এই মানুষরাই তো পাশে এসে দাঁড়ায়।

ঘরে বসে কি আর মানুষের সাথে আন্তরিকতা হয়? তুমি তো সারাদিন ফোন হাতে বসে থাক। এখন বল তো, শেষ কবে তুমি তোমার ফুফুর সাথে কথা বলেছ? দশ হাত দূরে থাকে তোমার বড় চাচা। গত দু'সপ্তাহ যাবৎ তিনি অসুস্থ। তার খবর নিয়েছ? অথচ আমরা ছোটবেলায় আপনজনের সাথে দেখা করতে দশ মাইল পথ হেঁটেছি। সময় বাঁচানোর চিন্তা করিনি। প্রয়োজনের সময় মানুষ যদি মানুষের পাশে না যায় তবে সময় বাঁচিয়ে কী লাভ!

বাবার কথা পাশ থেকে মানুষেরা শুনছেন। আমি চুপচাপ বসে আছি। বাবা বললেন, ব্যাংকে প্রবেশের পর থেকে চারজন পরিচিত মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কুশল বিনিময় হয়েছে। এটাই আমার আনন্দ। হঠাৎ রাস্তায় কোন পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হলে তার আন্তরিক হাসিটাই আমার ভালো লাগা। আমারতো এখন সময়ের কমতি নেই। মানুষের সাহচর্যের কমতি আছে।

তোমার মনে পড়ে, দু'বছর আগে আমি যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলাম। যে দোকান থেকে আমি দৈনিক কেনাকাটা করি তিনি কতগুলো ফল-মূল নিয়ে আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন। আমার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে কেঁদেছিলেন। তোমার ফোন হয়তো ঘরে বসে পণ্য এনে দিবে। কিন্তু মানুষের এই আন্তরিকতা আমাকে এনে দিতে পারবেনা। আমার পাশে বসে সান্ত্বনা দিয়ে চোখের পানি তো মুছে দিবেনা। অসুস্থ হলে সেবা করা বা বিপদে-আপদে সহমর্মিতা দেখানোর মত কোন ডিভাইস কি তৈরী হয়েছে?

বাবা বলে যাচ্ছেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, আন্তরিকতা অনুভব করার চেষ্টা করছি। বাবা বললেন, গত মাসে সকালে হাঁটতে গিয়ে তোমার মা পড়ে গিয়েছিলেন। মনে আছে? আমি একা তখন কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তখন আমাদের দেখে তোমার আনোয়ার চাচা আর চাচী এগিয়ে এলেন। চাচা একটা রিক্সা ডেকে দিলেন। চাচী তোমার মাকে ধরে তুলে দিলেন। তোমার অনলাইন তো মানুষ চিনেনা। কেবল মানুষের একাউন্ট চিনে। রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষের সেবায় এগিয়ে আসে না। কেবল অনলাইনে একটি স্যাড ইমোজি আর বড় জোর কমেন্ট এনে দেয়।

এই যে মানুষ আমার শয্যা পাশে ছিল, তোমার মাকে ঘরে পৌঁছে দিল এগুলো দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে একে অপরের সহযোগিতায় তিলে তিলে গড়ে ওঠা আন্তরিকতার কারণে সম্ভব হয়েছে। সবকিছু অনলাইন হয়ে গেলে মানুষ মানুষের স্পর্শের অনুভূতি ভুলে যাবে। যন্ত্র মানুষের কমান্ড অনুযায়ী কাজ করে। সে মানবীয় সম্পর্ক বা প্রয়োজন বোঝে না। এজন্যই তো পাশের ঘরে মানুষ মরে গিয়ে লাশ হয়ে থাকে, দু'তিন দিনেও কেউ জানতে পারে না। বড় বড় এ্যাপার্টম্যান্টগুলো মানুষ থেকে মানুষকে এ্যাপার্টই (আলাদা) করে দিয়েছে। আগে পুরো গ্রামের মানুষ মিলে একসাথে পুকুর খনন, নদীতে বাঁধ নির্মাণ, রাস্তা তৈরী কত কাজ করেছি। একে অপরের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ ভাগাভাগি করে নিয়েছি। এখন আমরা রুমে বসে উন্নয়নের পোস্ট করে নিজের দায়িত্ব শেষ মনে করি। নানা ডিভাইস আমাদের সময় বাঁচাতে পারে। কিন্তু সেই ঐকান্তিক আনন্দ জড়ো করতে পারে না।

এই যে ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে দেখছ। তুমি উনাকে ক্যাশিয়ার হিসাবেই দেখছ। একজন সবজি বিক্রেতাকে সবজিওয়ালা হিসাবেই দেখছ। কিন্তু আমি সুখ-দুঃখের অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষকে দেখছি। তার চোখ দেখছি। মুখের ভাষা দেখছি। হৃদয়ের কান্না দেখছি। ঘরে ফেরার আকুতি দেখছি। এই যে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখা এটাই আন্তরিক বন্ধন তৈরী করে। অনলাইন শুধু সার্ভিস দিতে পারে। এই বন্ধন দিতে পারেনা। ঘরে পণ্য পৌঁছে দিতে পারে, পুণ্য অর্জনের পথ দেখাতে পারেনা। কিন্তু দোকান থেকে কেনাকাটার সময় ক্রেতা-বিক্রেতার চোখে চোখে হওয়া

ভাবের আদান-প্রদানে যে আন্তরিকতা গড়ে ওঠে তা কখনো সম্ভব নয়।

টেকনোলজী নিঃসন্দেহে অনেক কিছু সহজ করেছে। অনলাইনে লাখ লাখ ছেলেমেয়েরা পড়ছে, শিখছে। দূরে থাকা মানুষদের সাথে যোগাযোগ সহজ করেছে। তবে টেকনোলজীতে আসক্ত হওয়া খারাপ। স্ক্রিন এ্যাডিকশন ড্রাগ এ্যাডিকশনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দেখতে হবে, প্রযুক্তি যেন আমাদের মানবিক সত্তার মৃত্যু না ঘটায়। আমরা যেন ডিভাইসের যথাযথ ব্যবহার করতে পারি। নিজেরা যেন ডিভাইসের দাসে পরিণত না হই।

মানুষ ডিভাইস ব্যবহার করবে। মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরী করবে। কিন্তু ভয়ঙ্কর সত্য হ'ল, এখন আমরা মানুষকে ব্যবহার করি। আর ডিভাইসের সাথে সম্পর্ক তৈরী করি। মানুষ ঘুম থেকে উঠে আপন সন্তানের মুখ দেখার আগে স্ক্রিন দেখে। সায়েন্টিফিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট এটাকে ভয়ঙ্কর মানসিক অসুখ বলে ঘোষণা করেছে। কিছুদিন আগে ভারতের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন, আমার চারপাশে মানুষ বসে আছে। কিন্তু আমার সাথে কথা বলার কোন মানুষ নেই। কারণ সবার হাতে ডিভাইস'। মজার ব্যাপার হ'ল, তিনি এই কথাটি মানুষের সাথে সরাসরি না বলে অনলাইনে পোস্ট করেছেন। আসলে এটি আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জানিনা ভুল বলছি কিনা, তবে আমার মনে হয় তোমরা একটা ফোনের যতকিছু জানো, ততটা নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে জানো না। তাই মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরী করো। ডিভাইসের সাথে না। টেকনোলজী আমাদের জীবন না। স্পেণ্ড টাইম উইথ পিপল, নট উইথ ডিভাইস।

বাবাকে চাচা বলে কে একজন ডাক দিল। বাবা কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, বাবা ক্যাশিয়ারের দিকে যাচ্ছেন না। বরং একজন মানুষ মানুষের কাছে যাচ্ছেন। বাবাকে আমি অনলাইন শেখাতে চেয়েছিলাম। বাবা আমাকে লাইফলাইন বুঝিয়ে দিলেন।

[লেখক : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

নুছরাহ্ Nusrah
nusrahoffice@gmail.com
01330-303023, 01330-303024
আমাদের সেবা সমূহ

- প্রফেশনাল ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট।
- মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট।
- ই-কমার্স ইকোসিস্টেম।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন এডুকেশন সহ সকল প্রকার শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন।
- নিউজ পোর্টাল, মাসিক ম্যাগাজিন, সম্পূর্ণ কাস্টমাইজড পার্সোনাল পোর্টফোলিও ও মাল্টিমিডিয়া সাইট।
- ডেক্সটপ বেজড একাউন্টিং ,পজ, সেলস, লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার।
- ডোমেইন হোস্টিং সার্ভিস। • ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস।

নুছরাহ্ আইটি কেয়ার
www.nusrahitcare.com

- সকল প্রকাশনীর ইসলামিক বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
- কম্পিউটার ও মোবাইল এক্সেসরিজ।
- প্রিওনড ল্যাপটপ ও নোটবুক।
- শিক্ষা উপকরণ ও অফিস স্টেশনারী।
- হজ্জ এবং ওমরার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী।
- ঘি, মধু, সরিষার তেল সহ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
- মৌসুমী ফল, আঁখ ও খেজুরের গুড় সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

নুছরাহ্ শপ
www.nusrahshop.com

- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান টিকিট।
- নিয়মিত ওমরাহ্ প্যাকেজ। (কাস্টমাইজড, কর্পোরেট, ফ্যামিলি, গ্রুপ)
- অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা হজ্জ প্রশিক্ষণ ও সম্পাদনা।
- কাস্টমাইজড ট্যুর প্যাকেজ।
- ভিসা প্রসেসিং। • হোটেল বুকিং।
- মেডিকেল ট্যুরিজম। • ট্যুরিস্ট গাইড।
- ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট।
- স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং।

নুছরাহ্ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস
www.nusrahtravels.com

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী

সংগঠন সংবাদ

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

১. কালনী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১৪ই মার্চ ২০২৪ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর কালনী মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পূর্বাচল-উত্তর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীন-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল মাহমূদ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি এম এ কারামত প্রমুখ।

২. কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১৫ই মার্চ ২০২৪ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর থেকে 'যুবসংঘ' কাঞ্চন পৌর এলাকার উদ্যোগে কাঞ্চন-দক্ষিণ বাজারস্থ বাইতুছ ছালাহ জামে মাসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম নাঈমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চন পৌরসভার মেয়র জনাব আলহাজ্ব রফীকুল ইসলাম রফীক। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফয়সাল মাহমূদ, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুল কবীর, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীন, কাঞ্চন পৌর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মিনহাজ বিন মুনসুর আহমাদ প্রমুখ।

৩. হারুঞ্জা, কালাই, জয়পুরহাট, ১৮ই মার্চ ২০২৪ সোমবার : অদ্য বাদ আছর থেকে হারুঞ্জা কালাই জয়পুরহাটে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মোস্তাক আহমাদ সারোয়ার। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪. ময়মনসিংহ-দক্ষিণ ২৩শে মার্চ ২০২৪ শনিবার : অদ্য বাদ আছর থেকে ফরাজী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফীল আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ-দক্ষিণ 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয় সম্পাদক আসাদ ফরাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আযীয, সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী, 'যুবসংঘ'-এর যেলা দায়িত্বশীল হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল কাদের। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন শাহবাগ থানার এএসপি সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

৫. ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২৩ শে মার্চ ২০২৪ শনিবার : অদ্য বাদ আছর ধুরইল পূর্ব পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মোহনপুর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা সভাপতি আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর।

৬. পাখুরিয়া, শেরপুর-সদর ২৪শে মার্চ ২০২৪ রবিবার : অদ্য বাদ আছর শেরপুর-সদরের পাখুরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়। শেরপুর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব এনামুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য পেশ করেন শেরপুর সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা একরামুল হক প্রমুখ।

৭. কড়িয়া বাজার, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, ২৫ শে মার্চ ২০২৪ সোমরবার : অদ্য বাদ আছর কড়িয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফীলের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল মুন'ইম ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৮. বেলতলা, তুষভাণ্ডার, লালমনিরহাট ২৮শে মার্চ ২০২৪ বৃহস্পতিবার : অদ্যবাদ যোহর কালীগঞ্জ উপযেলা 'আন্দোলনে'-এর উদ্যোগে বেলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উপযেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা মোহাম্মাদ মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ।

৯. বান্টি বাজার, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ, ২৯শে মার্চ ২০২৪ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বান্টি শাখা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে বান্টি বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফীলের আয়োজন করা হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও আড়াইহাজার 'যুবসংঘ'-এর উপযেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের উদ্বোধনী ভাষণের

মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মাযহারুল মোল্লা। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর ও নারায়ণগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীন।

১০. পাঁচরুখী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ ৩০শে মার্চ ২০২৪ শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ'-এর পাঁচরুখী মাইজপাড়া শাখার উদ্যোগে মাইজপাড়া হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে এক আলোচনা সভা ইফতার ও মাহফীলের আয়োজন করা হয়। নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীন-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাহফূযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক রবীউল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক নাছির ভূইয়া এবং 'যুবসংঘ'-এর আড়াইহাজার উপযেলার সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহম্মেদ।

১. বদরগঞ্জ, রংপুর-পূর্ব, ২রা এপ্রিল ২০২৪ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর ঘৃলাই সোনাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ইফতার ও মাহফীলের আয়োজন করা হয়। বদরগঞ্জ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১০. বাগানবাড়ী, জোড় বাগান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ ৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বাগানবাড়ি, জোড় বাগান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছালেহ সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক, প্রচার সম্পাদক খাইরুল ইসলাম, আল-আওন চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ সুজন আলী, আল-আওন-এর বর্তমান সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমীন প্রমুখ।

ঝটিকা দাওয়াতী সফর

বগুড়া ২৯ শে মার্চ ২৪ শুক্রবার : অদ্য তারিখে বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে একযোগে ৩জন কেন্দ্রীয় মেহমান ও একজন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে নিয়ে ঝটিকা দাওয়াতী সফরের আয়োজন করা হয়।

(১) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর বগুড়া সদরের ভাটকান্দি উত্তরপাড়া বায়তুর রহমান জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবা শেষে উপস্থিত যুবকদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। অতঃপর বাদ আছর গাবতলী উপযেলাধীন হাসনাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন।

(২) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব শেরপুর উপযেলাধীন খোকশাগাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবা শেষে উপস্থিত যুবকদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। অতঃপর বাদ আছর শেরপুর উপযেলাধীন খোকশাগাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন।

(৩) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ ধুনট উপযেলাধীন সাবগ্রাম চৌমাথা মসজিদুল হুদা জামে মসজিদ জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবা শেষে উপস্থিত যুবকদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। অতঃপর বাদ আছর ধুনট উপযেলাধীন উত্তর কান্তনগর, বাঁশহাটাপাড়া আবু উবায়দা জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন।

(৪) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সাজেদুর রহমান (দিনাজপুর) দুপচাঁচিয়া উপযেলাধীন খিহালী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবা শেষে উপস্থিত যুবকদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। অতঃপর বাদ আছর দুপচাঁচিয়া উপযেলাধীন মাজিণ্ডা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর রাত সাড়ে ৯-টায় যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ছাব্বির আহমাদের প্রিন্টিং অফিসে যেলা সভাপতি আল-আমীন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান ও অন্যান্য উপযেলা কয়েকজন দায়িত্বশীলদের সাথে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ একত্রিত হয়ে সমাপনী পরামর্শ বৈঠকের মাধ্যমে উক্ত সফর সমাপ্ত হয়।

কর্মী প্রশিক্ষণ

মনিপুর, গাযীপুর-উত্তর ১লা মে ২০২৪ বুধবার : অদ্য বাদ সকাল ৯-টা হ'তে মনিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ মিলন। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা দায়িত্বশীল সহ বিভিন্ন শাখা-এলাকা থেকে কর্মীরা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

বর্ণের খেলা

➲ **নির্দেশনা :**

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দু'টি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে ঈদের দিনে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম পাওয়া যাবে।

? ....
১.........................
২.........................
৩.........................
৪.........................

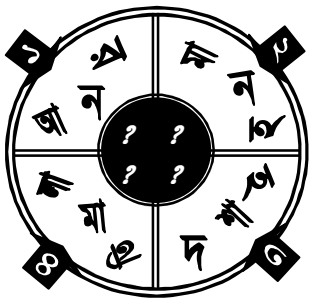

প্রতিযোগীর নাম : ....

শ্রেণী : .... **শাখা :**......................

মোবাইল : ....

প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :...

....।

উপর-নীচ : ১. ওহোদ। ২. নফল। ৪. দরূদ। ৬. জিহাদ। ৭. দুলদুল। ৮. হামযাহ। ৯. ছহীফা। ১১. রহম।

পাশাপাশি : ১. ওছমান। ৩. মুহাম্মাদ। ৫. মাহমূদ। ৬. জিব্রাঈল। ৮. হাদীছ। ১০. বদর। ১২. মদীনা।

গত সংখ্যায় শব্দজট অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হলেন, ১ম মায়মূনা মারিয়া, ৯ম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, (বালিকা শাখা); **২য়** মুহাম্মাদ মাসঊদ হাসান, মাহাদ-২য় (মারকায, বালক শাখা); **৩য়** মুহাম্মাদ ফেরদৌস, ৭ম (ক), (মারকায, বালক শাখা)।

✉ **(১)** নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে-

বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্বর, রাজশাহী। ০১৭৬৬-২০১৩৫৩

💻 (২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ নম্বরে হোয়াটসআপ করতে হবে।

সতর্কীকরণ : কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বিশ্বের কতটি দেশে বাংলাদেশের উৎপাদিত ঔষধ রপ্তানি করা হয়? উত্তর : ১৫৭টি দেশে।
২. প্রশ্ন : ২০২৪ সালে বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : ৩২তম।
৩. কারাগারের রোজনামচা বইয়ের আরবী অনুবাদক কে? উত্তর : ড. আব্দুস সালাম।
৪. প্রশ্ন : বায়ু দূষণে শীর্ষ দেশের নাম কি? উত্তর : বাংলাদেশ।
৫. প্রশ্ন : বায়ু দূষণে রাজধানী ঢাকার অবস্থান কত? উত্তর : ২য়।
৬. প্রশ্ন : বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নাম কি? উত্তর : অধ্যাপক মোহাম্মাদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া।
৭. প্রশ্ন : অস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : ২৬ তম।
৮. প্রশ্ন : বর্তমান মন্ত্রীসভার মোট সদস্য সংখ্যা কত? উত্তর : ৪৪ জন।
৯. প্রশ্ন : বর্তমান মন্ত্রীসভায় প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যা কত? উত্তর : ১৮ জন।
১০. প্রশ্ন : ওমানের সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন কোন বাংলাদেশী? উত্তর : পদার্থবিদ অধ্যাপক এস এম মুজিবুর রহমান।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্টের নাম কী? উত্তর : প্রাবোও সুবিয়ান্তো।
২. প্রশ্ন : সম্প্রতি কোথায় বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম মসজিদ উদ্বোধন হয়? উত্তর : আলজেরিয়ায়।
৩. প্রশ্ন : ন্যাটোর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি? উত্তর : ৩২টি।
৪. প্রশ্ন : ২০২৪ সালে বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : বুরকিনা ফাসো।
৫. প্রশ্ন : বৈশ্বিক অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশে কোনটি? উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
৬. প্রশ্ন : বৈশ্বিক অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : ভারত।
৭. প্রশ্ন : বায়ু দূষণে শীর্ষ রাজধানীর নাম কি? উত্তর : নয়াদিল্লী, ভারত।
৮. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট কোন দেশের? উত্তর : সুইজারল্যাণ্ডের।
৯. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে কম শক্তিশালী পাসপোর্ট কোন দেশের? উত্তর : আফগানিস্তান।
১০. বিশ্বের প্রথম থ্রীডি মসজিদ কোথায় অবস্থিত? উত্তর : সাঊদী আরবে জেদ্দার আল-জাওহারা শহরে।
১১. সঊদী আরবের ১ম সামুদ্রিক ফুয়েলিং স্টেশনের নাম কি? উত্তর : আরামকো মেরিনা।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : গাযওয়া হামরাউল আসাদ কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর : ৩য় হিজরীর ৮ই শাওয়াল।

২. প্রশ্ন : মদীনা থেকে হামরাউল আসাদের দূরত্ব কত?
উত্তর : মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১২ কি. মি.।

৩. প্রশ্ন : ৪র্থ হিজরীর কোন যুদ্ধে ১৫০ জন ছাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর : সারিইয়া আবু সালামাহ।

৪. প্রশ্ন : সারিইয়া বি'রে মাঊনায় কোন ধরনের ছাহাবী ছিল?
উত্তর : শীর্ষস্থানীয় ক্বারী ও বিজ্ঞ আলেম।

৫. প্রশ্ন : কা'ব বিন যায়েদ কীভাবে শহীদ হন?
উত্তর : খন্দকের যুদ্ধে ১টি অজ্ঞাত তীরের আঘাতে।

৬. প্রশ্ন : সারিইয়া রাজী'তে কতজন ছাহাবী শহীদ হন?
উত্তর : 'আছেম সহ ৮জন।

৭. প্রশ্ন : শূলে চড়ার আগে কোন ছাহাবী দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করেন?
উত্তর : খোবায়েব বিন 'আদী।

৮. প্রশ্ন : 'তানঈম' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : হারাম এলাকা থেকে ৬ কি. মি. উত্তরে।

৯. প্রশ্ন : বি'রে মাউনার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছাহাবীর নাম কি?
উত্তর : 'আমর বিন উমাইয়া যামরী।

১০. প্রশ্ন : কোন ছাহাবী খোবায়েবের হত্যাকাণ্ডের মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে মাঝে-মধ্যে বেহুঁশ হয়ে যেতেন?
উত্তর : ওমর (রাঃ)-এর গভর্নর সাঈদ বিন 'আমের।

১১. প্রশ্ন : বনু নাযীর যুদ্ধর কত সনে সংঘটিত হয়?
উত্তর : ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাস।

১২. প্রশ্ন : বনু নাযীর যুদ্ধে কোন দু'জন ইহূদী ইসলামগ্রহণ করে?
উত্তর : ইয়ামীন বিন 'আমর ও আবু সা'দ বিন ওয়াহাব।

১৩. প্রশ্ন : গাযওয়া দূমাতুল জান্দালের সময় কে মদীনার আমীর ছিলেন?
উত্তর : সিবা' বিন 'উরফুত্বাহ আল-গিফারী।

১৪. প্রশ্ন : খন্দক যুদ্ধের অপর নাম কি?
উত্তর : আহযাবের যুদ্ধ।

১৫. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'হাওয়ারী' কে ছিলেন?
উত্তর : যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ)।

১৬. প্রশ্ন : খন্দক যুদ্ধের পরিখার আয়তন কত?
উত্তর : দৈর্ঘ্য ছিল ৫০০০ হাত, প্রস্থ ৯ হাত ও গভীরতা ৭ থেকে ১০ হাত।

১৭. প্রশ্ন : খন্দক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?
উত্তর : ৩০০০ জন।

কুইজ

১. প্রশ্ন : পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন কে?

উত্তর :..।

২. প্রশ্ন : বিদ'আতের বিপরীত কি?

উত্তর :..।

৩. প্রশ্ন : এশা ও ফজরের ছালাতের ফযীলত জানলে লোকেরা কীভাবে মসজিদে আসত?

উত্তর :..।

৪. প্রশ্ন : পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন কত?

উত্তর :..।

৫. প্রশ্ন : জেফরী শন কিং-কে কালেমা পাঠ করিয়েছেন কে?

উত্তর :..।

৬. প্রশ্ন : 'যুবসংঘ'-এর ২য় কেন্দ্রীয় শূরা সম্মেলন হয় কবে?

উত্তর :..।

৭. প্রশ্ন : কোন সুলতান সরাইখানাকে মসজিদে তওবায় রূপান্তর করেন?

উত্তর :..।

প্রতিযোগীর নাম : ....

শ্রেণী : .... **শাখা :** ....

মোবাইল : ....

প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :..

....

....।

গত সংখ্যার উত্তর : ১. প্রায় ১৪টি ২. প্রায় ৭০টি ৩. ৫৩৭৪ টি ৪. No Mobile Phone ৫. তিন মাস পূর্বে ৬. অনুশীলন একটি মানুষকে নিঁখুত করে তোলে ৭. ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৮. তিনটি জিনিস।

গত সংখ্যায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হলেন :

১ম জান্নাতুন ছুম্মা, ৭ম (ক), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, বালিকা শাখা।

২য় নিয়াজ মাহমূদ, ৯ম; (মারকায, বালক শাখা)

৩য় মুহাম্মাদ আতিউল্লাহ, (ধনারুহা, হাফেযিয়া মাদ্রাসা, গাইবান্ধা)।

➲ **নির্দেশনা :** কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ' *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*।

২০০ মি.লি
মূল্য : ৬০০ টাকা

খাটি মধু ও কালোজিরার তেল

অর্ডার করুন
০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহ্হার
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর

হজ্জ ও ওমরাহ

লেখক :
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- হজ্জ ও ওমরাহ্র পরিচয় ও গুরুত্ব।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র বিস্তারিত বিবরণ।
- হজ্জ সংশ্লিষ্ট এবং হজ্জের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ।
- হজ্জ পালনকালে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি।
- মক্কা-মদীনার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বিবরণ।
- এক নযরে হজ্জ।
- প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যা জানা আবশ্যক।
- ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম।

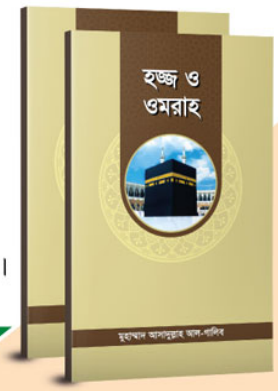

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

RainMan

AN EXCLUSIVE COLLECTION FOR GENTS

Director
Muhammad Habibur Rahman (Habib)

Al-sami shopping complex, monipur, gazipur sadar. 01732-224778, 01721-937785

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak মে-জুন ২০২৪ মূল্য : ৩০ টাকা